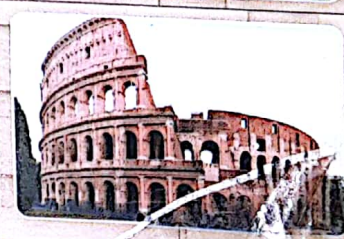


বিসিএস, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি, মেডিকেল, নার্সিং, প্রাইমারি, নন-ক্যাডার
জব, ১০-২০তম গ্রেড, ক্যাডেট ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন,
ব্যাংকার্স রিক্রুটম্যান্টসহ সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য

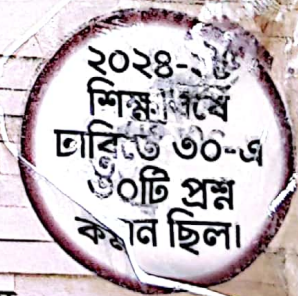
সাধারণ জ্ঞান

মিহির'স GK

সাম্প্রতিক, বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক, ভূগোল, সুশাসন, মৌলিক ও ICT



আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে পড়ুন
সফলতা আসবেই
ইনশাআল্লাহ



রচনা ও সম্পাদনায়

এম এ মোতালিব মিহির

বিএ (সম্মান), এমএ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
৪৩তম বিসিএস (বিসিএস শিক্ষা)

সহযোগিতায়: অর্ণব আহমেদ ফাহিম



Mihir's Publications

আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক

সাধারণ জ্ঞান

মিহির'স GK

সাম্প্রতিক, বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক
ভূগোল ও সুশাসন

লেখক পরিচিতি

এম এ মোতালিব মিহির

বিএ (অনার্স), এমএ (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)

এল.এল. বি (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

৪০০০ বিসিএস ক্যাডার (বিসিএস শিক্ষা)

লেখক: মিহির'স জিকে সিরিজ

সিনিয়র লেকচারার: বিসিএস জব মেডিসিন

EX লেকচারার: বিসিএস কনফিডেন্স

সিনিয়র লেকচারার: বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং (UCC)

FB: Mottalib Mihir

সহযোগী লেখক

অর্ণব আহমেদ ফাহিম

বিবিএ (একাউন্টিং), এমবিএ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

সিনিয়র লেকচারার: বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং

ফোন: 01727-998624

FB: Md Abu Moudud Fahim

মূল্য: ৪৯০.০০ টাকা মাত্র

লেখকের কথা

প্রিয় শিক্ষার্থী,

আসসালামু আলাইকুম,

দীর্ঘ ১৩ বছর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং ও বিসিএস কোচিং এ পড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে সাজানো গোছানো প্রায় শতভাগ কমন উপযোগী বইয়ের অভাব থেকেই মিহির'স জিকে বইটি লেখা শুরু করি। বইটি প্রকাশের মাত্র ৪/৫ বছর হওয়ায় হয়তো বইটি সম্পর্কে অনেকেই জানেন না। যে একবার মিহির'স জিকে বইটি পড়েছে, আশা করি অন্য কোনো সাধারণ জ্ঞান বই পড়তে ভালো লাগবে না। সর্বাধিক কমনের জন্য বইটি সারা দেশে বহুল প্রচলিত। সংকোচ না রেখে আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে পড়ুন। বেস্ট সাধারণ জ্ঞান বইটি আপনার হাতেই রয়েছে। ইনশাআল্লাহ।



কিছু বিষয় স্মরণীয়:

১. তাড়াহুড়া করবেন না, প্রতিটি বিষয় রিডিং পড়ার চেষ্টা করুন। সবকিছু মুখস্থ করতে হবে না, বইটি পড়ে শেষ করলেই আপনি অনেক ভালো পরীক্ষা দিবেন।
 ২. বইটি থেকে সর্বোচ্চ কমন আসবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু মনে ভয় রেখে বইটি কমপ্লিট না করলে আপনার প্রস্তুতি অসম্পূর্ণ থাকবে। ফলে কষ্ট করে হলেও বইটি রিভিশন দিন।
 ৩. বইটিতে নতুন প্রিলি. সিলেবাস অনুযায়ী তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। বইটিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের পাশাপাশি কিছুটা ব্যতিক্রমী তথ্য দেওয়া হয়েছে, ফলে যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এটি সাহায্য করবে।
 ৪. বিসিএসসহ অন্যান্য চাকরির পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান কম বুঝেন তারা অল্প পড়েই সর্বোচ্চ নম্বর পাবেন, ইনশাআল্লাহ।
 ৫. বাজারের বেশি পৃষ্ঠার বই ও দুই বছরের বইগুলো থেকেও বেশি প্রশ্ন কমনের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।
- মিহির'স জিকে বই, ট্যালেন্ট হান্ট মডেল টেস্ট ও শেষ মুহূর্তে মিহির'স জিকে ফাইনাল সাজেশন কমপ্লিট করতে পারলে সাধারণ জ্ঞানের সমুদ্রে আপনি দক্ষ নাবিক হবেন।

বিশেষ অনুরোধ: বইটি যদি ভালো লাগে তাহলে আপনার পরিচিতদের সাথে শেয়ার করবেন।

মিহির'স জিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য: বইটিতে ৭২ পৃষ্ঠা ৪ কালারের রঙিন পৃষ্ঠা রয়েছে। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপগুলো রঙিন পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে। যা কারণে বইটি বাজারে ব্যতিক্রম।

২০২৪ ও ২০২৫ সালের সকল প্রশ্ন প্রথমবারের মতো সংযোজন করা হয়েছে। যার ফলে প্রতিটি টপিকের নিচে বিসিএস, প্রাইমারি, শিক্ষক নিবন্ধন, ১০-২০ গ্রেড, ব্যাংক এবং বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও নার্সিং-এর আপডেট প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে।

সর্বোপরি বইটি পড়ে আপনাদের স্বপ্ন পূরণ হলে মিহির'স জিকে টিমের কষ্ট ও পরিশ্রম স্বার্থক হবে।

দোয়া ও শুভ কামনায়,

এম. এ মোস্তালিবি মিহির

সূচিপত্র

সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনা প্রবাহ

জাতীয় বাজেট ২০২৫-২৬	১-২	মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২৫	২৮
ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ	২-৩	খেলাধুলা: ক্রিকেট, ফুটবল	২৯-৩০
সম্প্রতি পাক-ভারত সংঘাত	৪	প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪	৩০
হামাস ও ইসরায়েল সংঘাত	৪-৫	আগাম আসর ও ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬	৩১-৩২
বাশার পরিবারের শাসনের অবসান	৫-৬	পদক ও পুরস্কার: নোবেল পুরস্কার ২০২৪	৩৩-৩৪
ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ	৬	৯৭তম অস্কার পুরস্কার	৩৫
স্টারলিংক ইন্টারনেট সেবা ও ডিপসিক	৬-৭	স্বাধীনতা পুরস্কার '২৫ ও বিভিন্ন পদক	৩৫-৩৭
প্রধান উপদেষ্টার উল্লেখযোগ্য বিদেশ সফর	৮	বাংলাদেশের বিভিন্ন পদের প্রধান	৩৭
আন্তোনিও গুতেরেসের বাংলাদেশ সফর	৮	সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি	৩৮
৬০তম মার্কিন নির্বাচন	৯-১০	আন্তর্জাতিক সম্মেলন: সংস্থার সম্মেলন	৩৮-৩৯
কপ-২৯ সম্মেলন, জি-জিরো, থ্রি-জিরো	১০-১২	আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য ও সর্বশেষ দেশ	৩৯
জুলাই গণঅভ্যুত্থান-২০২৪	১২-১৫	বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্প:	৪০
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, ড. মুহাম্মদ ইউনুস	১৫-১৯	যমুনা রেল সেতু, কর্ণফুলি টানেল, পদ্মা সেতু	৪০-৪১
সম্প্রতিক সময়ের আলোচিত ব্যক্তি	১৯-২০	প্রথম মনোরেল, মেট্রোরেল	৪২
অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪	২০	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	৪৩
ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২	২১-২২	মাতারবাড়ি সমুদ্র বন্দর, প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা	৪৩
জিডিপি সাময়িক হিসাব ২০২৩-২৪	২২-২৩	বাংলাদেশের বিদ্যুৎ প্রকল্প:	৪৪
বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী	২৩	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৪৪
রিপোর্ট ও সমীক্ষা	২৪-২৫	স্বল্পোন্নত দেশ (LDC)	৪৫-৪৬
প্রবাসী আয় ও অন্যান্য রিপোর্ট	২৬	ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০	৪৬
তেল-গ্যাস প্রতিবেদন ২০২৪	২৬	চ্যাট জিপিটি, ওপেন এআই, জিআই পণ্য	৪৬-৪৭
বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান	২৭	সংখ্যা তথ্য	৪৭-৪৮
কৃষি পরিসংখ্যান ২০২৪	২৭	স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা	৪৮
বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০২৫	২৮	ডেঙ্গু	৪৮

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

১. বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি	প্রাচীন রাজবংশ	
প্রাচীনকাল কালের ইতিহাস	মৌর্য বংশ, চাণক্য	৮-৯
প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও উৎপত্তি	গুপ্ত, গৌড়, মাৎস্যন্যায়	৯-১২
প্রাচীন বাংলার জনপদ	হর্ষবর্ধন, পাল বংশ, সেন বংশ	১৩-১৬
বাংলায় ভ্রমণকারী বিদেশি পর্যটক	বিভিন্ন গ্রন্থ ও ধর্ম গ্রন্থ	১৬

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

উপমহাদেশে মুসলিম শাসন		বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস	
মুসলিম শাসন	১৭-১৮	পাকিস্তান ও ভারত প্রতিষ্ঠা	৬৮-৬৯
দিল্লীর স্বাধীন সুলতানী শাসন	১৯-২১	ভাষা আন্দোলন	৬৯-৭৯
বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসন	২২-২৪	১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন	৮০-৮১
তুর্কি শাসন, পানি পথের যুদ্ধ	২৪-২৬	পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র, সামরিক শাসন	৮১-৮২
মুঘল শাসন		শিক্ষা আন্দোলন	৮২
মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	২৬-২৭	পাক ভারত যুদ্ধ ও তাসখন্দ চুক্তি	৮৩
দক্ষ মুঘল শাসকগণ	২৭-৩০	আগরতলা মামলা	৮৩-৮৪
বাংলায় ও দিল্লীতে মুঘল স্থাপত্য	৩১-৩৩	৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান	৮৪-৮৬
বাংলায় সুবাদারী শাসন, নবাবী শাসন	৩৪-৩৮	মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ	
শেরশাহ ও শূর শাসন, বারো ভূঁইয়া	৩৮-৪০	মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিক ঘটনাক্রম	৮৭-৮৮
বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন		অসহযোগ ও স্বাধীনতার ইশতাহার	৮৯
বাংলায় বাণিজ্য	৪১-৪৩	১ম সশস্ত্র প্রতিরোধ	৮৯
ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি	৪৩-৪৪	২৫ মার্চের গণহত্যা	৮৯-৯০
ইংরেজ শাসকদের সংস্কার	৪৪-৪৭	স্বাধীনতার ঘোষণা ও বেতার কেন্দ্র	৯১-৯৩
বিভিন্ন সময়ে বাংলায় গভর্নর	৪৭-৪৯	মুক্তি ফোর্স থেকে মুক্তি বাহিনী	৯৪
বাংলার বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন		মুক্তিযুদ্ধে নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনী	৯৪-৯৫
বাংলায় মন্ডল, ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ	৪৯-৫০	মুক্তিযুদ্ধকালীন অপারেশন	৯৬
তিতুমীর ও ফরায়েজী আন্দোলন	৫০-৫১	অস্থায়ী সরকার	৯৬-৯৭
সাঁওতাল, নীল ও সিপাহী বিদ্রোহ	৫১-৫৪	মুক্তিযুদ্ধকালীন কূটনৈতিক মিশন	৯৮
উপমহাদেশে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার	৫৪-৫৭	স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র	৯৮-১০০
বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন		মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ও সেক্টর কমান্ডার	১০১-১০৩
সর্বভারতীয় কংগ্রেস	৫৭	কনসার্ট ফর বাংলাদেশ	১০৪-১০৫
লর্ড কার্জন, বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ	৫৮-৫৯	ক্র্যাক প্লাটুন ও বিদেশী বৃহৎ শক্তি	১০৫-১০৮
মুসলিম লীগ	৫৯	যৌথ বাহিনী, বুদ্ধিজীবী, বিজয় দিবস	১০৮-১১০
স্বদেশী ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন	৫৯-৬১	সিমলা চুক্তি, মৈত্রী চুক্তি	১১০-১১১
প্রাক পাকিস্তানী আমল	৬২	বীরত্বসূচক খেতাব, খেতাব প্রাপ্ত প্রথম	১১১-১১৩
লক্ষ্মী চুক্তি, খিলাফত আন্দোলন	৬২	বীরশ্রেষ্ঠ	১১৪-১১৯
রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ	৬২	মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান	১১৯-১২১
স্বরাজ দল, বেঙ্গল পার্টি	৬২	গণমাধ্যমের ভূমিকা, বাংলাদেশের স্বীকৃতি	১২২-১২৩
গান্ধী, জিন্নাহ, ফজলুল হক	৬২-৬৩	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, সাহিত্য, চলচ্চিত্র	১২৩-১৩১
লাহোর প্রস্তাব, প্রাদেশিক নির্বাচন	৬৩-৬৪	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিস্তম্ভ ও ভাস্কর্য	১৩১-১৩৬
অবিভক্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রী	৬৪	আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	১৩৭
ক্রিপস মিশন, ভারত ছাড় আন্দোলন	৬৪	বিবিধ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ	১৩৮
হিন্দু ফৌজ, তেভাগা আন্দোলন	৬৪-৬৫	২. বাংলাদেশের সংবিধান	
মন্ত্রী মিশন, কলকাতার দাঙ্গা	৬৫-৬৭	সংবিধান সংক্রান্ত তথ্য, প্রস্তাবনা	১৩৯-১৪০

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

জড়িত ব্যক্তি, তারিখ ও সংখ্যা	১৪০-১৪৪	বাংলাদেশের উপজাতিদের আলোচনা	১৯৪-২০০
সংবিধানের ভাগ ও অনুচ্ছেদসমূহ	১৪৪-১৫৮	বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা	২০১
তফসিল, সংবিধান সংশোধনী	১৫৮-১৬০	শিক্ষা কমিশন, শিক্ষা প্রশাসন	২০১-২০২
সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও পদ	১৬১-১৬২	গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধি.	২০২
৩. বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা		উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ন্যাপ	২০২-২০৩
আইন বিভাগ (জাতীয় সংসদ)	১৬৩-১৬৮	নায়েম, ব্যানবেইস, এনসিটিবিটি	২০৩
জাতীয় সংসদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি	১৬৮	বিশ্ব. মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা বোর্ড	২০৩-২০৬
বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা	১৬৯	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২০৬-২১২
সংখ্যাতত্ত্ব, রাষ্ট্রের পদমানক্রম	১৭০	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বিইউপি	২১২-২১৩
সংসদ নির্বাচন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার	১৭০-১৭১	জগন্নাথ ও অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	২১৩-২১৪
নির্বাহী বিভাগ (রাষ্ট্রপতি, গার্ড)	১৭১-১৭২	বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা	
কেন্দ্রীয় প্রশাসন, মাঠ প্রশাসন	১৭৩	স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	২১৫
জনপ্রশাসন মন্ত্র. (BPSC, BPATC)	১৭৪	আইসিডিডিআরবি, আইডিসিআর	২১৫
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	১৭৪	স্বাস্থ্য সেবায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	২১৬
ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা	১৭৫	টিকা কর্মসূচি, বারডেম, করোনা	২১৭-২১৯
আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ সংস্থা	১৭৫-১৭৬	৬. বাংলাদেশের কৃষি সম্পদ	
বিচার বিভাগ	১৭৬	কৃষি সম্পদ ও গুমারি, ভূমি ব্যবস্থাপনা	২২০-২২১
বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১৮০	ধান, পাট, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, চা	২২১-২২৬
বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী	১৮০-১৮১	খাদ্য শস্য ও অর্থকরী ফসল	২২৬
জননিরাপত্তা বিভাগ	১৮২	অন্যান্য ফসল, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র	২২৭
পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আনসার	১৮২-১৮৩	কৃষি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান	২২৮-২৩০
বাহিনীর সদর দপ্তর ও সুরক্ষা সেবা	১৮৪-১৮৬	মৎস্য সম্পদ	২৩০
৪. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা		মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	২৩১
প্রধান রাজনৈতিক দল, গণভোট	১৮৭	প্রাণী সম্পদ, বিভিন্ন খামারসমূহ	২৩১-২৩২
কাগমারী সম্মেলন	১৮৮	৭. বাংলাদেশের অর্থনীতি	
BNP, NCP	১৮৮	অর্থনীতির প্রাথমিক ধারণা	২৩৩-২৩৭
হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসন	১৮৯	বাংলাদেশের অর্থনীতির ধরন	২৩৭
চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী	১৮৯-১৯০	অর্থনীতির সাথে জড়িত শব্দ সংক্ষেপ	২৩৮
সুজন, আসক, সিডিপি, BLAST	১৯০	অর্থনীতির বিভিন্ন তত্ত্ব ও প্রবক্তা	২৩৮
নির্বাচন কমিশন, ইভিএম	১৯০	অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ	২৩৮-২৩৯
৫. জনসংখ্যা, আদমশুমারি ও উপজাতি		জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২৩৯-২৪০
জনসংখ্যায় বাংলাদেশের অবস্থান	১৯১	ব্যাংক ব্যবস্থা	২৪০
জনশুমারি, গৃহগণনায় ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	১৯২	বাংলাদেশ ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক	২৪১-২৪২
উপজাতিদের অবস্থান	১৯৩	অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক	২৪৩-২৪৬
উপজাতিদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান	১৯৪	মুদ্রা ব্যবস্থাপনা	২৪৭

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

নোটের ছবি পরিবর্তন, মুদ্রা বিনিময়	২৪৮-২৪৯	বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অন্যান্য	২৯৮
শেয়ার বাজার, সামাজিক নিরাপত্তা	২৫০-২৫১	বিবিধ প্রথম	২৯৮
দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের ১০টি উদ্যোগ	২৫২	প্রথম মহিলা প্রসঙ্গ	২৯৯
৮. বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য		প্রস্তাবিত তথ্য, প্রথম তথ্য	২৯৯-৩০১
রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল	২৫৩-২৫৫	বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ	৩০১-৩০২
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ীদের সংগঠন	২৫৫-২৫৬	বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান	
অর্থনৈতিক অঞ্চল, বনজ সম্পদ	২৫৬-২৫৭	বাংলা একাডেমি	৩০৩-৩০৪
ম্যানগ্রোভ বন ও সুন্দরবন	২৫৭-২৬২	এশিয়াটিক সোসাইটি	৩০৪-৩০৫
বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষণ	২৬২-২৬৩	বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র	৩০৫-৩০৬
খনিজ সম্পদ		BARD ও RDA	৩০৬-৩০৭
গ্যাস, খনিজ তেল, পেট্রোবাংলা	২৬৩-২৬৫	একনেক, গ্রামীণ ব্যাংক,	৩০৭-৩০৯
কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ	২৬৬-২৬৭	ব্র্যাক ব্যাংক	৩১০
শক্তি ও শিল্প সম্পদ, তৈরি পোশাক	২৬৮-২৭২	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)	৩১১
সার, সিমেন্ট, কাগজ, ঔষধ শিল্প	২৭২-২৭৪	অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	৩১১
নৌপরিবহন, জাহাজ ও চামড়া শিল্প	২৭৪-২৭৫	বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কমিশন	
পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	২৭৬	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	৩১২
ফ্লাইওভার, সড়ক সেতু	২৭৬-২৭৮	জুডিশিয়াল সার্ভিস, দুদক	৩১২
রেলপথ	২৭৮-২৮০	পরিকল্পনা কমিশন	৩১২-৩১৩
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স	২৮০-২৮১	বাংলাদেশের জাদুঘর	
এশিয়ান হাইওয়ে ও এশিয়ান রেলওয়ে	২৮১	বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর	৩১৩-৩১৪
আন্তর্জাতিক হোটেল	২৮২	জাতীয় জাদুঘর	৩১৪-৩১৫
ছল বন্দর, নদী বন্দর ও সমুদ্র বন্দর	২৮২-২৮৬	বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতি	
বিজ্ঞান ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	২৮৬	আঞ্চলিক নৃত্য, লোকজ সঙ্গীত	৩১৬-৩১৭
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২৮৬	লালন ফকির, হাসন রাজা	৩১৮
টেলিযোগাযোগ, মোবাইল ফোন	২৮৬-২৮৭	বর্ষপঞ্জি, নাটক	৩১৯-৩২৪
মোবাইল-জেনারেশন, ইন্টারনেট চালু	২৮৭	চারু ও কারু শিল্প	
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ও ২	২৮৮-২৯০	বাংলাদেশের চিত্রকলা	
সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন	২৯০-২৯১	জয়নুল আবেদিন	৩২৫-৩২৬
ডাক যোগাযোগ, নগদ	২৯১-২৯২	কামরুল হাসান, এসএম সুলতান	৩২৬-৩২৭
৯. জাতীয় অর্জন ও অন্যান্য		অন্যান্য চিত্র শিল্পী	৩২৮-৩৩৩
বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ	২৯৩	কারু ও লোক শিল্প	৩৩৪
আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশ	২৯৩-২৯৪	বাংলাদেশের স্থাপত্য কর্ম	
BD বিভিন্ন সংস্থার সদস্যপদ লাভ	২৯৪	বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন	৩৩৪-৩৩৭
বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক	২৯৫	প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান	৩৩৭-৩৪৩
বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্ক	২৯৫-২৯৭	বিহার, মসজিদ, মন্দির	৩৪৩-৩৫১

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৫১-৩৫২	ভূগোল ও পরিবেশ	
ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য	৩৫২	ভূগোলের ধারণা	৪৩৭
রামসার সাইট	৩৫২-৩৫৩	বিশ্ব তত্ত্ব, জয়াপথ, গ্রহ, ধূমকেতু	৪৩৭-৪৩৯
বাংলাদেশের গণমাধ্যম		সৌরজগৎ, পৃথিবী	৪৩৯-৪৪১
পত্রিকার প্রকাশ কাল ও সম্পাদক	৩৫৪-৩৫৯	চন্দ্র ও মঙ্গল অভিযান	৪৪১-৪৪২
দেশাত্মবোধক গান, চলচ্চিত্র	৩৫৯-৩৬২	নাসা, মহাবিশ্ব ও মহাকাশ বিজ্ঞানী	৪৪২-৪৪৩
পুরস্কার ও খেলাধুলা		চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য গ্রহণ	৪৪৩
ফুটবল, ক্রিকেট, দাবা ও অন্যান্য	৩৬৩-৩৬৮	জলবায়ু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ	৪৪৩-৪৪৪
□ ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব)		বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	৪৪৫
বাংলাদেশের পরিচিতি	৩৬৯	ভূমিকম্প, সুনামি, পৃথিবীর গতি	৪৪৬-৪৪৭
অবস্থান, ভৌগোলিক সীমানা	৩৬৯-৩৭০	কাল্পনিক রেখা, প্রতিপাদ স্থান	৪৪৭-৪৪৯
সীমান্ত বাহিনী, সেভেন সিস্টার্স	৩৭০-৩৭৪	পরিবেশ, ভূ-তত্ত্ব, ভূ-বিদ্যা, বায়ুমণ্ডল	৪৪৯-৪৫২
ঢাকা রাজধানী, প্রশাসনিক কাঠামো	৩৭৫-৩৭৬	প্রাকৃতিক দুর্যোগ	৪৫২-৪৫৫
বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগ	৩৭৬-৩৭৭	□ সুশাসন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ	
স্থানীয় সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ	৩৭৭-৩৮১	সুশাসনের ধারণা	৪৫৬-৪৫৭
সীমান্ত দৈর্ঘ্য, সীমান্তবর্তী জেলা	৩৮২-৩৮৩	ই-গভর্নেন্স, মূল্যবোধ	৪৫৭-৪৫৮
দিকভিত্তিক অবস্থান	৩৮৪-৩৮৭	নীতিবিদ্যা ও নৈতিকতা	৪৫৯-৪৬৩
সমুদ্র বিজয় ও বঙ্গোপসাগর	৩৮৭-৩৯৩	বাংলা সাহিত্য	
আবহাওয়া ও জলবায়ু, ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র	৩৯৩-৩৯৭	চর্যাপদ, মধ্যযুগ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	৪৬৪-৪৬৫
জাতীয় বিষয়াবলি		ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ	৪৬৫
জাতীয় সংগীত, রণ ও ক্রীড়া সংগীত	৩৯৯-৩৯৮	কাজী নজরুল ইসলাম ও ঢাকায় আগমন	৪৬৫
জাতীয় পতাকা, প্রতীক, মনোগ্রাম	৩৯৮-৪০৪	কাজী নজরুল ইসলামের পদক	৪৬৫
জাতীয় দিবস, বর্তমান ও পুরাতন নাম	৪০৪-৪০৬	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গীতাঞ্জলি	৪৬৫-৪৬৬
ভৌগোলিক উপনাম	৪০৭	রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ	৪৬৬-৪৬৭
বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি		রবীন্দ্রনাথ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৪৬৭
বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির ম্যাপ	৪০৮	কবি সাহিত্যিকদের উপাধি	৪৬৭-৪৬৮
টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ	৪০৯	উপন্যাস ও উপন্যাসিক	৪৬৮
প্রাইস্টোসিন কাল ও প্রাবন সমভূমি	৪০৯-৪১১	কবি সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম	৪৬৯
বাংলাদেশের নদ-নদী, নদীর বাঁধ	৪১২-৪২৫	বাংলা সাহিত্যের মহাকাব্য	৪৬৯
সমুদ্র সৈকত, শৃঙ্গ	৪২৫-৪২৬	বিখ্যাত কিছু উক্তি	৪৭০-৪৭২
দ্বীপ, পাহাড়, বার্বা, জলপ্রপাত, হ্রদ	৪২৭-৪২৯	১. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা	
বিল, হাওড়, ভ্যালি, চর	৪২৯-৪৩০	ভূ-রাজনীতি ও বৈশ্বিক ইতিহাস	
ইকো পার্ক, সাফারী ও অন্যান্য পার্ক	৪৩১-৪৩৫	পৃথিবীর মানচিত্র	৪৭৩
বন ও পরিবেশ		এশিয়া মহাদেশ	৪৭৪-৪৭৭
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন	৪৩৬	ইউরোপ মহাদেশ	৪৭৮-৪৭৯

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

আফ্রিকা মহাদেশ	৪৮০-৪৮১	ইউরোপ মহাদেশ	৫৩৭-৫৩৯
ওশেনিয়া মহাদেশ	৪৮১	ফ্রান্স, রাশিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চল	৫৪০
উত্তর আমেরিকা মহাদেশ	৪৮২-৪৮৩	ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন	৫৪১
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ	৪৮৪	আইসল্যান্ড, নরওয়ে	৫৪১-৫৪২
এশিয়ার অঞ্চলভিত্তিক আলোচনা		বলকান অঞ্চল, যুগোস্লাভিয়া	৫৪২-৫৪৩
পৃথিবী পরিচিতি	৪৮৫-৪৮৮	চেকোস্লাভিয়া, ককেশাস অঞ্চল	৫৪৪
এশিয়া মহাদেশ	৪৮৯-৪৯০	শহর ও দেশের ভৌগোলিক নাম	৫৪৫
দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল	৪৯১-৪৯২	যুক্তরাজ্য, ম্যাগনাকার্টা	৫৪৬
ভারত, কাশ্মীর সংকট	৪৯২-৪৯৩	ব্রিটিশ রাজা-রানী ও আয়ারল্যান্ড	৫৪৭-৫৫০
পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান	৪৯৪-৪৯৫	আফ্রিকা মহাদেশ	৫৫১-৫৫২
নেপাল, ভুটান, বিগত বছরের প্রশ্ন	৪৯৫-৫০০	হর্গ অব আফ্রিকা, আফ্রিকার দ্বীপ রাষ্ট্র	৫৫২
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	৪৫০	উত্তর আফ্রিকা অঞ্চল	৫৫২
মিয়ানমার, থাইল্যান্ড	৫০১	দক্ষিণ আফ্রিকা ও মিশর	৫৫২-৫৫৫
কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন	৫০২	ওশেনিয়া মহাদেশ	৫৫৫-৫৫৮
মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া	৫০৩-৫০৭	আমেরিকা মহাদেশ	৫৫৯
দূর প্রাচ্য	৫০৭	উত্তর আমেরিকা মহাদেশ	৫৫৯-৫৬০
উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া	৫০৮	মধ্য আমেরিকা অঞ্চল পরিচিতি	৫৬০
মঙ্গোলিয়া, জাপান, চীন	৫০৮-৫১০	কারিবিয়ান অঞ্চল	৫৬১
চীনের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চল		মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল তথ্য	৫৬২-৫৭৩
তিব্বত, হংকং, উইঘুর, তাইওয়ান	৫১১-৫১২	দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ	৫৭৩-৫৭৪
নাইন ড্যাশ লাইন, BRI	৫১২-৫১৩	ভৌগোলিক উপনাম	৫৭৫-৫৮১
SCO, উদীয়মান পরাশক্তি চীন	৫১৩-৫১৭	বৈশ্বিক সভ্যতার ইতিহাস	৫৮২
মধ্য এশিয়া	৫১৮	মিশরীয় ও মেসোপটেমিয়া সভ্যতা	৫৮২-৫৮৩
মধ্য প্রাচ্যের এশিয়ান দেশ	৫১৮-৫১৯	সুমেরীয়, ক্যালডীয়, পারস্য সভ্যতা	৫৮৩-৫৮৪
সৌদি আরব, আরব আমিরাতে	৫১৯-৫২০	রোমান, সিন্ধু, ইনকা, চৈনিক সভ্যতা	৫৮৪-৫৮৫
ইয়েমেন ও হুতি সংকট, ইরাক	৫২০-৫২১	গ্রিক সভ্যতা, আদি মানব	৫৮৬-৫৯৭
পারস্য উপসাগরীয় সংঘাত		২. আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও	
ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ	৫২১-৫২২	আন্তর্জাতিক ক্ষমতা সম্পর্ক	
সিরিয়া, সুয়েজ খাল	৫২২-৫২৬	রেনেসাঁ, রিফর্মেশন, গোলাপ যুদ্ধ	৫৯৮
পলিস্টিন, PLO, হামাস, ফাতাহ	৫২৬-৫২৭	ওয়েস্টফালিয়া চুক্তি	৫৯৯
ইসরায়েল, বেলফোর ঘোষণা	৫২৮-৫২৯	শিল্প বিপ্লব, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব	৬০০
আরব-ইসরায়েল সংঘাত	৫২৯-৫৩০	ফরাসি বিপ্লব, আইফেল টাওয়ার	৬০১-৬০৪
ইসরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক	৫৩০-৫৩৫	নেপোলিয়ন ও ওয়াটার লু যুদ্ধ	৬০৪-৬০৬
তুরস্ক	৫৩৬	রুশ বিপ্লব	৬০৭

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

ভ্লাদিমির লেলিন	৬০৮	GECF, APEC, AFTA	৬৭৮
চীনা বিপ্লব, চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লব	৬০৯	LAFTA, MERCOSUR	৬৭৯
কিউবান বিপ্লব, ইসলামিক বিপ্লব	৬০৯	রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি	
আরব বসন্ত ও অন্যান্য বিপ্লব	৬০৯-৬১০	আরব লীগ, OIC, কমনওয়েলথ	৬৮০-৬৮৪
বিশ্ব যুদ্ধ, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ, ডার্সাই চুক্তি	৬১১-৬১৪	CIS, NAM, ASEM	৬৮৪-৬৮৬
জাতিপুঞ্জ, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ	৬১৪-৬১৬	আঞ্চলিক সংস্থা	
২য় বিশ্বযুদ্ধের সাথে জড়িত গ্রন্থ ও স্থান	৬১৭-৬২৩	সার্ক, আসিয়ান, ARF	৬৮৭-৬৯২
জেনেভা কনভেনশন ও অন্যান্য	৬২৩-৬২৫	AU, GCC, OAS	৬৯৩-৬৯৪
শ্রম যুদ্ধ	৬২৬	সামরিক সংস্থা	
শ্রম যুদ্ধকালে মার্কিন ও সোভিয়েত	৬২৬-৬২৭	NATO	৬৯৪-৬৯৫
লৌহ পর্দা, পলিসি অব কনটেনমেন্ট	৬২৭	ANZUS, AUKUS, INTERPOL	৬৯৫-৬৯৭
ওয়ারশ প্যাক্ট,	৬২৭	সেবা ও সেচ্ছাসেবী সংগঠন	
শ্রম যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনা ও সংকট	৬২৮-৬৩০	অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, রেডক্রস	৬৯৭
৩. আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান		বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, রোটারি, অরবিস, অক্সফাম	৬৯৮
জাতিসংঘ ও তার মূল অঙ্গ সংস্থা	৬৩১-৬৩৭	পিসকোর, CARE	৬৯৮-৭০১
শান্তিরক্ষী মিশন, সংস্থার সদরদপ্তর	৬৩৭-৬৩৮	৪. আন্তর্জাতিক পরিবেশ ইস্যু ও কূটনীতি	
কার্যক্রমভিত্তিক সংস্থা, SDG	৬৩৮-৬৪৫	UNEP, WMO, Green Peace	৭০২
জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক সংস্থা		V-20, CVF, IPCC, IUCN	৭০২-৭০৩
UNESCO, WTO, ILO	৬৪৬	WWF, UNFCCC	৭০৩
WHO, WFP, FAO, IAEA, UPU	৬৪৭	Water Aid, GEF, World Watch	৭০৪
UNHCR, UNICEF, UNU, ITU	৬৪৮	Earth Watch & Hour	৭০৫
UNDP, WIPO, UNCTAD	৬৪৮	E-8, AOSIS, BELA	৭০৫
TI, IOM, ICAO, IMO	৬৪৯-৬৫৪	পরিবেশ বিষয়ক কনভেনশন	
জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন সংস্থা		রামসার, ভিয়েনা, বাসেল, জীব বৈচিত্র্য	৭০৭-৭০৮
UN Women, CEDAW	৬৫৪-৬৫৬	পরিবেশ বিষয়ক প্রটোকল	
বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান		মন্ট্রিল, কিয়েটো, কার্টাগেনা, নাগোয়া	৭০৮-৭০৯
WB, IMF, SDR, SAP	৬৫৭-৬৬১	পরিবেশ ও জলবায়ু সমস্যা সমাধান	৭০৯-৭১০
BRICS, NDB, AIIB, EU	৬৬১-৬৬৭	পরিবেশ বিষয়ক পদক ও পুরস্কার	৭১০-৭১৭
D-8, G-7, G-20, G-77, G-15	৬৬৭-৬৭০	পরিবেশ সংক্রান্ত দিবস, বৈশ্বিক জলবায়ু	৭১৭-৭১৮
IDB, ADB, OPEC, BIMSTEC	৬৭১-৬৭৪	ওরিয়েন্টাল অঞ্চল	৭১৮-৭১৯
CIRDAP, MINT, ACU, TRIPS	৬৭৪-৬৭৫	নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতা সম্পর্ক	
SEACO, CPTTP, BCIM	৬৭৫-৬৭৬	অস্ত্র চুক্তি (ATT, TPNW, INF)	৭২০
RCEP, TTIP, N-11, Blue Economy	৬৭৭	NPT, CTBT, OPCW	৭২০
বাণিজ্যিক সংস্থা		SALT-1&2, START-1&2	৭২১
USMCA, COMESA, OECD	৬৭৮	ABM চুক্তি, New START চুক্তি	৭২২
		সামরিক খেতাব, পারমাণবিক অস্ত্র	৭২২

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধ বিমান, অস্ত্রের ধরন	৭২৩-৭২৭	যোগাযোগ ও অবকাঠামো	
কোয়ড, সামরিক ঘাঁটি	৭২৭-৭৩২	বিমান সংস্থা, বিমান বন্দর, রেল যোগাযোগ	৭৯০-৭৯১
আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও সম্পর্ক	৭৩২-৭৩৬	রেল টানেল, সেতু ও ডাক যোগাযোগ	৭৯১
ভৌগোলিক বৈচিত্র্য		প্রশাসন	
পর্বতমালা, সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ, এভারেস্ট	৭৩৭-৭৪১	রাজধানী, রাজতন্ত্রের পতন	৭৯২-৭৯৩
গিরিপথ, উপত্যকা, মরুভূমি, মালভূমি	৭৪১-৭৪৩	বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক নেতা	৭৯৪
দ্বীপ-উপদ্বীপ, মহাসাগর, সাগর, উপসাগর	৭৪৩-৭৪৭	রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের বাস ভবন	৭৯৪
নদ-নদী, সমুদ্র বন্দর, হ্রদ, জলপ্রপাত	৭৪৭-৭৫৪	সংস্কৃতি ও শিল্পকলা	
অন্তরীপ, খাল	৭৫৫	চিত্রকর্ম ও চিত্র শিল্পী, প্রচলিত ভাষা	৭৯৫-৭৯৯
প্রণালি		বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ও বিখ্যাত সাহিত্যিক	৮০০-৮০২
পক, মালাক্কা, সুন্দা প্রণালি	৭৫৬-৭৫৭	বিখ্যাত গ্রন্থ, উক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি	৮০২-৮০৯
ফরমোজা, কোরিয়া ও তাতার প্রণালি	৭৫৮	জাদুঘর, বিশ্ব সংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভিন্নার্থক শব্দ	৮০৯-৮১২
বেরিং, পানামা খাল, ফ্লোরিডা প্রণালি	৭৫৯-৭৬১	ধর্ম	
ডোভার প্রণালি ও ইংলিশ চ্যানেল	৭৬১-৭৬২	বিভিন্ন ধর্ম, ধর্ম প্রবর্তক, ধর্ম গ্রন্থ ও পবিত্র স্থান	৮১৩-৮১৭
জিব্রাল্টার, দার্দানেলিস ও বসফরাস প্রণালি	৭৬২-৭৬৪	গণমাধ্যম	
সুয়েজ ও বাব এল মান্দেব প্রণালি	৭৬৪-৭৬৬	সংবাদ সংস্থা, ম্যাগাজিন, পত্রিকা ও চলচ্চিত্র	৮১৮-৮২২
হরমুজ প্রণালি	৭৬৬-৭৬৭	আন্তর্জাতিক দিবস	৮২৩-৮২৭
বিশ্বের বিভিন্ন নাইন ও সীমান্ত রেখা	৭৬৭-৭৬৯	গোয়েন্দা সংস্থা, কিছু শব্দ সংকেত	৮২৭-৮২৮
কুয়ার বা চত্বর, কারাগার, রাজার উপাধি	৭৭০	আন্তর্জাতিক ব্যক্তি	৮২৯-৮৩৪
উপনিবেশবাদের পতন		বিশ্বের প্রথম নারী	৮৩৪-৮৩৫
উপনিবেশ, উপনিবেশিকতার দীর্ঘ স্থায়িত্ব	৭৭১-৭৭২	বিভিন্ন দেশের বর্ণবাদ, মার্টিন লুথার কিং	৮৩৫-৮৩৬
দেশের নতুন-পুরাতন নাম	৭৭৩	যেখানে যার সূচনা	৮৩৭
বিচ্ছিন্নতাবাদ		আন্তর্জাতিক চুক্তি	
স্বাধীনতাকামী অঞ্চল, গেরিলা দল	৭৭৪-৭৭৬	আন্তর্জাতিক পুরস্কার	৮৩৮-৮৪০
আইন		নোবেল, পুলিৎজার, শাভারভ, ম্যাগসেসে	৮৪১-৮৪৬
উপজাতি, দ্বিকক্ষ পার্লামেন্ট	৭৭৭-৭৮১	মিলেনিয়াম শান্তি পুরস্কার, বুকার পুরস্কার	৮৪৬
পতাকা, জাতীয় পাখি, জাতীয় পশু, প্রতীক	৭৮১-৭৮২	অস্কার/একাডেমি পুরস্কার	৮৪৬-৮৪৭
মুদ্রা, অর্থনীতি ও বাণিজ্য		খেলাধুলা	
অর্থনীতিবিদ	৭৮৩	অলিম্পিক, ফুটবল, ক্রিকেট, আইসিসি	৮৪৮-৮৫২
মুদ্রা, মুদ্রা মনে রাখার টেকনিক	৭৮৪-৭৮৫	প্রথম বিশ্বকাপ, বিবিধ খেলাধুলা, ট্রপি	৮৫২-৮৫৫
গুরুত্বপূর্ণ দেশের মুদ্রা	৭৮৫-৭৮৬	প্রথম আসর, স্টেডিয়াম, জাতীয় খেলা	৮৫৫-৮৫৯
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম	৭৮৬	তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার	
WEF, বিনিয়োগ ও পুঁজিবাজার	৭৮৭-৭৮৮	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে বেসিক তথ্য	৮৬০-৮৬২
মাদক চোরাচালানে বিখ্যাত অঞ্চল	৭৮৮	বাংলাদেশে কম্পিউটার ও অন্যান্য	৮৬৩-৮৭০
খনিজ সম্পদ, মোটর গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	৭৮৯	ইন্টারনেট, গুগল, ফেসবুক, টুইটার ও অন্যান্য	৮৭০-৮৭২
ISO, ISBN	৭৮৯	বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিভাষা ও বিগত প্রশ্ন	৮৭৩-৯০৪

সাম্প্রতিক বিষয়াবলি

জাতীয় বাজেট: ২০২৫-২৬

বাজেট	৫৪তম (অন্তর্বর্তীকালীনসহ ৫৫তম)
বাজেট উত্থাপনকারী	অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ (প্রথমবার)
বাজেটের শ্লোগান	বৈষম্যহীন ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়
বাজেট ঘোষণা করা হয়	২ জুন, ২০২৫
বাজেট পাশ হয়	২২ জুন, ২০২৫
বাজেট কার্যকর হয়	১ জুলাই, ২০২৫
মোট বাজেটের আকার	৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা**
পরিচালন ব্যয়	৫ লাখ ৩৫ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা
উন্নয়ন ব্যয়	২ লাখ ৪৫ হাজার ৬০৯ কোটি টাকা
রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা	৫ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা
ঘাটতি বাজেট (অনুদান সহ)	২ লাখ ২১ হাজার কোটি টাকা
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)	২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা
GDP'র প্রবৃদ্ধির হারের লক্ষ্যমাত্রা	৫.৫ শতাংশ**
মুদ্রাস্ফীতির হারের লক্ষ্যমাত্রা	৬.৫ শতাংশ***
মোট GDP	৬২ লাখ ৪৪ হাজার ৫৭৮ কোটি টাকা
অভিন্ন ভ্যাট হার	১৫%

বাজেটে বরাদ্দকৃত খাত

সর্বোচ্চ বরাদ্দ **	জনপ্রশাসন	১ লাখ ৮৬ হাজার ০৮৮ কোটি টাকা
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ*	শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১ লাখ ১০ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা
তৃতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ	পরিবহন ও যোগাযোগ	৭১ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা

বাজেটে করমুক্ত আয়সীমা (করবর্ষ: ২০২৫-২৬)

করদাতার ধরন	২০২৫-২০২৬	২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮
সাধারণ ব্যক্তির করমুক্ত আয়সীমা	৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা	৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা
মহিলা/৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স	৪ লাখ টাকা	৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তৃতীয় লিঙ্গ	৪ লাখ ৭৫ হাজার টাকা	৫ লাখ টাকা
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা	৫ লাখ টাকা	৫ লাখ ২৫ হাজার টাকা
গেজেটভুক্ত জুলাই যোদ্ধা-২০২৪	-	৫ লাখ ২৫ হাজার টাকা

২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাজেটের ধরন - ঘাটতি বাজেট।

দেশের ইতিহাসে প্রথমবার মতো বাজেটের আকার কমানো হয়েছে - ২০২৫-২৬ অর্থবছরে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল - ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা।

বাজেট নিয়ে বিশেষ তথ্য

- বাংলাদেশের অর্থবছরের সময়- ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন (সংবিধানের ১৫১ নং অনুচ্ছেদ)
- সংবিধানে বাজেটকে বলা হয় - Annual Financial Statement (৮৭ নং অনুচ্ছেদ)
- বাজেট প্রণয়ন করে - অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ।
- বাজেট সম্পর্কিত আইন- সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ নামে পরিচিত
- বাংলাদেশে প্রথম বাজেট প্রণয়ন করেন - তাজউদ্দিন আহমেদ (৩০ জুন, ১৯৭২ সালে)
- দেশের প্রথম বাজেটের আকার ছিল - ৭৮৬ কোটি টাকা।
- সর্বাধিক বাজেট উত্থাপন করেন - মো. সাইফুল ইসলাম ও এম এ মুহিত (১২ বার)
- অষ্টবর্তীকালীন বাজেট- ১টি (১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে) [একই অর্থবছরে দুটি বাজেট পেশ করা হয়]
- বাজেটের আকারে শীর্ষ দেশ - যুক্তরাষ্ট্র (২য় দেশ - চীন)।
- ভ্যাটের হার (%) - ৪টি (৫, ৭.৫, ১০, ১৫)।
- আয় করের হার (%) - ৫টি (৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫)
- বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ আয় করে যে খাত থেকে- মূল্য সংযোজন কর (মূল্য/VAT)
- বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাত - প্রতিরক্ষা খাত।

MCQ Practice (Part-01)

১. জাতীয় বাজেট ২০২৫-২৬ এর মোট বাজেট আকার কত?
ক. ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা
খ. ৭ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা
গ. ৮ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা
ঘ. ৮ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকা
২. বাজেট ২০২৫-২৬ অনুযায়ী GDP এর প্রবৃদ্ধির হারের লক্ষ্য মাত্রা কত?
ক. ৫.৫৫ শতাংশ
খ. ৫.৫ শতাংশ
গ. ৬.৫৭ শতাংশ
ঘ. ৭.৭৫ শতাংশ
৩. বাজেট ২০২৫-২৬ অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির হারের লক্ষ্যমাত্রা-
ক. ৫.৬ শতাংশ
খ. ৫.৭ শতাংশ
গ. ৬.৫ শতাংশ
ঘ. ৬.৭ শতাংশ
৪. বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ আয় করে যে খাত থেকে-
ক. মূল্য সংযোজন কর
খ. প্রত্যক্ষ কর
গ. আয় কর
ঘ. ভূমি কর

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ

- সম্প্রতি ইসরায়েল ইরানে হামলা চালায় - ১৩ জুন, ২০২৫।
- ইরানে ইসরায়েলের হামলার লক্ষ্য - ইরানের পারমাণবিক অবকাঠামো, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কারখানা এবং সামরিক সক্ষমতায় আঘাত করা।
- ইরানে ইসরায়েলের হামলার নাম - অপারেশন রাইজিং লায়ন (১৩ জুন, ২০২৫)।
- ইসরায়েলে ইরানের হামলার নাম - অপারেশন ট্রু প্রমিজ থ্রি (১৪ জুন, ২০২৫)।
- ইরান ইসরায়েলে প্রথমবারের মতো হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র 'ফাতাহ' নিক্ষেপ করে - ১৬ জুন, ২০২৫।
- ইরানে তিনটি পারমাণবিক ছাপনায় (ফর্দো, নাভাজ, ইম্পাহান) যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালিত অপারেশন- অপারেশন মিডনাইট হ্যামার (২২ জুন, ২০২৫)।
- যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক ছাপনায় বোমা হামলা চালায়- বি-২ স্টিলথ বোমারু বিমান।

বাজেট নিয়ে বিশেষ তথ্য

- বাংলাদেশের অর্থবছরের সময়- ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন (সংবিধানের ১৫২ নং অনুচ্ছেদ)
- সংবিধানে বাজেটকে বলা হয় - Annual Financial Statement (৮৭ নং অনুচ্ছেদ)
- বাজেট প্রণয়ন করে - অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ।
- বাজেট সম্পর্কিত আইন- সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ নামে পরিচিত।
- বাংলাদেশে প্রথম বাজেট প্রণয়ন করেন - তাজউদ্দিন আহমেদ (৩০ জুন, ১৯৭২ সালে)
- দেশের প্রথম বাজেটের আকার ছিল - ৭৮৬ কোটি টাকা।
- সর্বাধিক বাজেট উত্থাপন করেন - মো. সাইফুল ইসলাম ও এম এ মুহিত (১২ বার)
- অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট- ১টি (১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে) [একই অর্থবছরে দুটি বাজেট পেশ করা হয়]
- বাজেটের আকারে শীর্ষ দেশ - যুক্তরাষ্ট্র (২য় দেশ - চীন)।
- ভ্যাটের হার (%) - ৪টি (৫, ৭.৫, ১০, ১৫)।
- আয় করের হার (%) - ৫টি (৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫)
- বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ আয় করে যে খাত থেকে- মূল্য সংযোজন কর (মূসক/VAT)
- বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাত - প্রতিরক্ষা খাত।

MCQ Practice (Part-01)

- জাতীয় বাজেট ২০২৫-২৬ এর মোট বাজেট আকার কত?
ক. ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা খ. ৭ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা
গ. ৮ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা ঘ. ৮ লক্ষ ৯৬ হাজার কোটি টাকা উত্তর:খ
- বাজেট ২০২৫-২৬ অনুযায়ী GDP এর প্রবৃদ্ধির হারের লক্ষ্য মাত্রা কত?
ক. ৫.৫৫ শতাংশ খ. ৫.৫ শতাংশ গ. ৬.৫৭ শতাংশ ঘ. ৭.৭৫ শতাংশ উত্তর:খ
- বাজেট ২০২৫-২৬ অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির হারের লক্ষ্যমাত্রা-
ক. ৫.৬ শতাংশ খ. ৫.৭ শতাংশ গ. ৬.৫ শতাংশ ঘ. ৬.৭ শতাংশ উত্তর:গ
- বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ আয় করে যে খাত থেকে-
ক. মূল্য সংযোজন কর খ. প্রত্যক্ষ কর গ. আয় কর ঘ. ভূমি কর উত্তর:ক

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ

- সম্প্রতি ইসরায়েল ইরানে হামলা চালায় - ১৩ জুন, ২০২৫।
- ইরানে ইসরায়েলের হামলার লক্ষ্য - ইরানের পারমাণবিক অবকাঠামো, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কারখানা এবং সামরিক সক্ষমতায় আঘাত করা।
- ইরানে ইসরায়েলের হামলার নাম - অপারেশন রাইজিং লায়ন (১৩ জুন, ২০২৫)।
- ইসরায়েলে ইরানের হামলার নাম - অপারেশন ট্রু প্রমিজ থ্রি (১৪ জুন, ২০২৫)।
- ইরান ইসরায়েলে প্রথমবারের মতো হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র 'ফাতাহ' নিক্ষেপ করে - ১৬ জুন, ২০২৫।
- ইরানে তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় (ফর্দো, নাতাজ, ইম্পাহান) যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালিত অপারেশন- অপারেশন মিডনাইট হ্যামার (২২ জুন, ২০২৫)।
- যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় বোমা হামলা চালায়- বি-২ স্টিলথ বোমারু বিমান।

- ইরান [পবিত্র কোড 'ইয়া আবা আব্দিল্লাহ আল হুসাইন (আ.) ব্যবহার করে] কাতারের মার্কিন সামরিক আল উদেইদ বিমানঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়- অপারেশন গ্যাড টিডিং ভিক্টরি (২৩ জুন, ২০২৫)।
- ইরান ও ইসরায়েলের যুদ্ধ বিরতিতে মধ্যস্থতা করেন- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (২৪ জুন, ২০২৫)। এজন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প শান্তিতে নোবেলের জন্য মনোনীত হন।
- ডোনাল্ড ট্রাম্প এ যুদ্ধকে অভিহিত করেছেন- 'দ্য টুয়েলভ ডে ওয়ার' (বারো দিনের যুদ্ধ)।
- ইরানের পারমানবিক স্থাপনা- ফর্দো, নাতাজ, ইস্পাহান, বুশেহর, আরাক, বন্দর আব্বাস।
- এ সংঘাতে ইসরায়েলের সমর্থক দেশ - যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি।
- ইরানের সমর্থক দেশ- পাকিস্তান, চীন, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, তুরস্ক, ইয়েমেনের হুতি।
- ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থার নাম - মোসাদ, আমান।
- ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা- আয়রন ডোম, অ্যারো ডিফেন্স, ডেভিড'স স্লিং, THAAD.
- ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর নাম - IDF (Israel Defense Forces)
- ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র - হাজ কাসেম, ফাতাহ-১, খাইবার শেকান, গাদর, এমাদ।
- ইরানের গোয়েন্দা সংস্থার নাম - সাভাক, ভিভাক, আইআরজিসি।
- ইরানের প্রধান বিপ্লবী বাহিনী- Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).
- ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা- আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী।
- ইরানের সেনাপ্রধানের নাম- মেজর জেনারেল আমির হাতেমি।
- ইরানের পবিত্র শহর- কোম। 'তাকতান সীমান্ত'- পাকিস্তান-ইরান সীমান্ত।
- অত্যাধুনিক 'হেলফায়ার' ক্ষেপণাস্ত্র যে দেশের তৈরি - যুক্তরাষ্ট্র।
- যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি জিবিইউ-৫৭ বাৎকার বাস্টার বোমাটি পরিচিত - Massive Ordnance Penetrator (MOP) নামে। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধরনের বোমা।
- মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে - ১৯টি (সবচেয়ে বড় ঘাঁটি অবস্থিত কাতারে)
- যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প বিরোধী আন্দোলন- নো কিংসডে।



অপারেশন টু প্রমিজ-১	১ এপ্রিল, ২০২৪ ইসরায়েল সিরিয়ার দামেস্কে ইরানের কনসুলেটে হামলা চালালে ১৩ এপ্রিল ইরান ইসরায়েলে পাল্টা হামলা চালায় তা অপারেশন টু প্রমিজ-১।
অপারেশন টু প্রমিজ-২	হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়া, হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ এবং আইআরসিজির জেনারেল আব্বাস নীলফোরৌশানকে ইসরায়েলের হামলায় হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে ১ অক্টোবর, ২০২৪ ইরান ইসরায়েলে যে হামলা চালায় তা অপারেশন টু প্রমিজ-২।

- তালগাছের শহর, সভ্যতার সূতিকাগার বলা হয়- সিরিয়াকে।
- সিরিয়া ইসরায়েল কে পৃথককারী সীমান্ত লাইন- গ্রিন লাইন, পার্পল লাইন।
- সিরিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী - মোহাম্মদ আল বশির।
- সিরিয়ার বর্তমান ক্ষমতাসীন নেতা- আহমেদ আল-শারা।

ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ

তারিখ	গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন একটি ডিক্রিতে স্বাক্ষর করে দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেন।
২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নির্দেশে রুশ সৈন্য ছিল, আকাশ ও জলপথে ইউক্রেন আক্রমণ করলে যুদ্ধ শুরু হয়।
৪ মার্চ, ২০২২	রুশ সৈন্য ইউরোপের সর্ববৃহৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নেয়, যা ইউক্রেনের এনারদোহার শহরের জাপোরিঝিয়ায় অবস্থিত
১৮ মার্চ, ২০২২	বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে রাশিয়া হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র Kinzhal হামলা করে ইউক্রেনে
৫ অক্টোবর, ২০২২	দোনেৎস্ক, লুহানস্ক, জাপোরিঝিয়া এবং খেরসন এই চারটি অঞ্চল আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।
৮ অক্টোবর, ২০২২	কার্চ ব্রিজে বিস্ফোরণ ঘটে [রাশিয়া ও ক্রিমিয়া দ্বীপে চলাচলের জন্য কার্চ সেতু/প্রণালিতে সেতু নির্মাণ করে- ১৫ মে, ২০১৮]
২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	যুদ্ধবন্ধে চীন ১২ দফা শান্তি প্রস্তাব পেশ করে।
৬ আগস্ট, ২০২৪	ইউক্রেনের সেনারা রাশিয়ার 'কুরস্ক' ভূখণ্ডে অভিযান শুরু করে।
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫	যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ সৌদি আরবের রিয়াদে প্রথমবারের মতো বৈঠক করেন। বৈঠকে ৩টি বিষয়ে সন্মত হয়।
১৮ মার্চ, ২০২৫	ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধ বন্ধে ফোনালাপ করেন। কিন্তু পুতিন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন।

- ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে রাশিয়াকে সমর্থন করে - চীন, উত্তর কোরিয়া, বেলারুশ, ইরান।
- রাফা ক্রসিং অবস্থিত - ফিলিস্তিনের গাজা ও মিশর সীমান্তে।

বাংলাদেশে ইলন মাস্কের স্টারলিংক ইন্টারনেট সেবা

- স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট সেবার নাম - স্টারলিংক।
- স্টারলিংক ইন্টারনেট সেবা দেয় - স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে।
- স্টারলিংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - পৃথিবীর সকল জায়গায় উচ্চগতির ইন্টারনেট সরবরাহ করা।
- বিডা (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) স্টারলিংককে ব্যবসা করার অনুমোদন দেয় - ২৯ মার্চ, ২০২৫।



- স্টারলিংক পরীক্ষামূলভাবে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে চালু করে - ৯ এপ্রিল, ২০২৫।
- স্টারলিংক বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে - ২০ মে, ২০২৫ সালে।
- স্টারলিংকের ইন্টারনেটের ডাউনলোড গতি - ২৫-২২০ এমবিপিএস।
- আপলোড গতি সাধারণত - ৫-২০ এমবিপিএসের মধ্যে।
- স্পেসএক্সের স্টারলিংক প্রকল্পের কাজ শুরু হয় - ২০১৫ সালে।
- আনুষ্ঠানিক যাত্রা হয় - ২০১৯ সালে।
- স্পেসএক্স প্রথম ৬০টি স্টারলিংক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে - ২৩ মে, ২০১৯ সালে। ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় ৭০০০ স্যাটেলাইট পৃথিবীর নিম্ন কক্ষে স্থাপন রয়েছে স্টারলিংকের।
- বর্তমানে স্টারলিংক সেবা দিচ্ছে - বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশে।
- বিশ্বে প্রথম স্টারলিংক সেবা চালু হয় - যুক্তরাষ্ট্রে (নভেম্বর, ২০২০)।
- স্টারলিংক দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম চালু হয় - মালদ্বীপ (১১ নভেম্বর, ২০২৩), দ্বিতীয় - ভুটানে (১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫)।

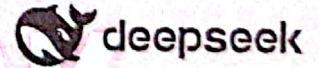
ইলন মাস্ক

- জন্ম - ১৯৭১ সালে প্রিটোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা। নাগরিকত্ব - কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র।

ইলন মাস্কের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান	
প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি
স্পেস এক্স	মহাকাশযান নির্মাণ ও উৎক্ষেপণ।
এক্স (মাইক্রোব্লগিং সাইট)	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।
পেপ্যাল	একটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান।
Grok	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবট।

ডিপসিক (Deepseek)

- পরিচিতি - ডিপসিক হলো একটি চীনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোম্পানি যা ওপেন সোর্স ভাষা মডেল তৈরি করে।
- সদর দপ্তর - হাংচৌ, চীন। প্রতিষ্ঠা - মে, ২০২৩ সালে।
- প্রতিষ্ঠাতা - Liang Wenfeng. বর্তমান প্রধান (সিইও) - লিয়াং ওয়েনফেং।
- প্রতিষ্ঠানটির মালিক - হাই ফ্লাইয়ার।



ড. মুহাম্মদ ইউনূসের চীন সফর

- বিষয় - চীন-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ৪ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে চীনে 'Boao Forum for Asia (BFA) Annual Conference 2025' যোগদান করেন।
- সম্মেলনের সময় - ২৫-২৮ মার্চ, ২০২৫। সম্মেলনস্থল - হাইনান প্রদেশ, চীন।
- ড. ইউনূস Boao Conference 2025 সম্মেলনে যোগদান করেন - ২৭ মার্চ, ২০২৫।
- ড. ইউনূসকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট ডিগ্রি' প্রদান করে- পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় (২৯ মার্চ, ২০২৫)
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেন - ২৯ মার্চ, ২০২৫।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস চীনের যে প্রাদেশিক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন - হাইনান প্রদেশ।

সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উল্লেখযোগ্য বিদেশ সফর

চীন	• সফরকাল- ২৬-২৯ মার্চ, ২০২৫। • বৈঠকে বসেন- ২৮ মার্চ, ২০২৫ (গ্রেট হল অব দ্য পিপল, বেইজিং)। • চুক্তি- ৮টি সমঝোতা স্মারক সই, ১টি চুক্তি। • তিস্তা প্রকল্পে সহায়তা- চীন। • চীনে শুল্ক ও কোটা মুক্ত প্রবেশাধিকার- ২০২৮ সাল পর্যন্ত।
জাপান	• সফরকাল- ২৮-৩১ মে, ২০২৫। • বৈঠকে বসেন- ৩০তম নিক্কেই ফোরাম ফিউচার অফ এশিয়ায় অংশগ্রহণ এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেন। • চুক্তি- ২টি সমঝোতা স্মারক সই ও ১ লক্ষ কর্মী নিয়োগ। • জাপান শুল্ক ও কোটা মুক্ত প্রবেশাধিকার- ২০২৬ সাল পর্যন্ত। • ৩০ মে, ২০২৫ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করে- সোকা ইউনিভার্সিটি, টোকিও, জাপান।
যুক্তরাজ্য	• সফরকাল- ১০-১৩ জুন, ২০২৫। • বৈঠকে বসেন- অর্থনৈতিক সহযোগিতার উপর বাড়তি নজরসহ নবীন দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। • ১২ জুন, ২০২৫ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে কিংস চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে- ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস। • কিংস হারমনি অ্যাওয়ার্ড প্রথম বিজয়ী- বান কি মুন (২০২৪)।



আন্তোনিও গুতেরেসের বাংলাদেশ সফর

- প্রথমবার বাংলাদেশে আসেন - ২০১৮ সালের জুলাই মাসে।
- দ্বিতীয় বার বাংলাদেশে আসেন - ১৩ মার্চ, ২০২৫।
- সময় - ৪ দিনের সফর।
- কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন - ১৪ মার্চ, ২০২৫।
- আন্তোনিও গুতেরেস বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকার গুলশানে জাতিসংঘ হাউস উদ্বোধন করেন - ১৫ মার্চ, ২০২৫।



জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশন

- ২ জুন, ২০২৫ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন - আনালেনা বায়েরবোক, জার্মানি
- আনালেনা বায়েরবোক ১ বছর মেয়াদে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন- ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
- আনালেনা বায়েরবোক সাধারণ পরিষদের সভাপতি হওয়া যততম নারী - পঞ্চম।
- প্রতিবছর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসে- সেপ্টেম্বর মাসের ৩য় মঙ্গলবার

বর্ষপণ্য

১ জানুয়ারি, ২০২৫ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় আসবাবপত্রকে বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা দেন।

সাল	বর্ষপণ্য	সাল	বর্ষপণ্য
২০২৫	আসবাবপত্র	২০২৩	পাটজাত
২০২৪	হস্তশিল্পজাত	২০২২	আইসিটি

MCQ Practice (Part-02)

- বাংলাদেশে স্টারলিঙ্কের সেবা শুরু করার মূল উদ্দেশ্য কি?
ক. স্যাটেলাইট ফোন চালু করা
খ. বাংলাদেশের সর্বত্র দ্রুতগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সরবরাহ করা
গ. মহাকাশ অনুসন্ধান উন্নত করা
ঘ. উপগ্রহ গবেষণার বিকাশ
উত্তর:খ
- স্টারলিংক কোন দেশভিত্তিক ইন্টারনেট সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান?
ক. যুক্তরাষ্ট্র
খ. কানাডা
গ. দক্ষিণ আফ্রিকা
ঘ. যুক্তরাজ্য
উত্তর:ক
- 'পেপ্যাল' কোন ধরনের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান?
ক. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম
খ. মহাকাশযান উৎক্ষেপন
গ. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
ঘ. একটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান
উত্তর:ঘ
- 'ডিপসিক' কোন দেশভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অ্যাপস?
ক. যুক্তরাষ্ট্র
খ. যুক্তরাজ্য
গ. চীন
ঘ. দক্ষিণ কোরিয়া
উত্তর:গ
- সম্প্রতি জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন কত তারিখে?
ক. ১৩ মার্চ, ২০২৫
খ. ১৪ মার্চ, ২০২৫
গ. ১৫ মার্চ, ২০২৫
ঘ. ১৬ মার্চ, ২০২৫
উত্তর:খ

৬০তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শীর্ষ দুই প্রার্থীর ফলাফল

		
মার্কিন আইনসভা কংগ্রেস	ডোনাল্ড ট্রাম্প	কমলা হ্যারিস
ইলেকটোরাল কলেজ ভোট	৩১২টি***	২২৬টি
অঙ্গরাজ্যভিত্তিক জয়	৩১টি (অঙ্গরাজ্য)**	১৯টি (অঙ্গরাজ্য)

- ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম এবং তৃতীয় দফায় জয়লাভ করা যুক্তরাষ্ট্রের- দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট (ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫ ও ৪৭তম প্রেসিডেন্ট)
- ১৩২ বছর আগে প্রথম এবং তৃতীয় দফায় জয়লাভ করেন- প্রেসিডেন্ট থোমাস ক্লিভল্যান্ড (২২ ও ২৪তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন)

৬০তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন-২০২৪

- নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় - ৫ নভেম্বর, ২০২৪ (মঙ্গলবার) [প্রতি ৪ বছর পর পর নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পরের মঙ্গলবার মার্কিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়]

বৈশিষ্ট্য	রিপাবলিকান দল	ডেমোক্র্যাটিক দল
দলীয় প্রতীক	হাতি	গাধা
প্রতিষ্ঠাকাল	২০ মার্চ, ১৮৫৪	৮ জানুয়ারি, ১৮২৮
প্রথম প্রেসিডেন্ট	আব্রাহাম লিংকন (১৬তম)	এব্রু জ্যাকসন (৭ম)
২০২৪ প্রেসিডেন্ট প্রার্থী	ডোনাল্ড ট্রাম্প (ফ্লোরিডা)	কমলা হ্যারিস (ক্যালিফোর্নিয়া)
২০২৪ নির্বাচনে ভাইস প্রেসিডেন্ট/রাইনিংমেট	জেমস ডেভিড ভ্যান্স (ওহাইও)	টিম ওয়ালজ (মিনেসোটা)
২০২৪ নির্বাচনের শ্লোগান	Make America Great Again!	Let's win this!

মার্কিন আইনসভার নাম	কংগ্রেস (দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা)
উচ্চকক্ষ (নাম)	সিনেট (আসন- ১০০টি) প্রতি অঙ্গরাজ্যে ২টি করে
নিম্নকক্ষ (নাম)	হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস (আসন - ৪৩৫টি) সংরক্ষিত- ৩টি
মার্কিন নির্বাচন হয়	ইলেকটোরাল কলেজ ভোটের মাধ্যমে
২০২৪ সালের ৫ নভেম্বরের নির্বাচন যততম	৬০তম মার্কিন নির্বাচন
মোট ইলেকটোরাল কলেজ ভোট	৫৩৮টি***
প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য প্রয়োজন	২৭০টি
সবচেয়ে বেশি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট	ক্যালিফোর্নিয়ায় (৫৪টি) বিদ্র: পূর্বে ৫৫টি ছিল।

- কমলা হ্যারিস ৪৯তম ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন - ২০ জানুয়ারি, ২০২১- ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ সাল পর্যন্ত।
- ৩ নভেম্বর, ২০২০ সালে ৫৯তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৪৬তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন - জো বাইডেন (২০ জানুয়ারি, ২০২১ - ২০ জানুয়ারি, ২০২৫)
- বর্তমান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম - মার্কো রুবিও। প্রতিরক্ষামন্ত্রী - পিট হেগসেথ।

জাতিসংঘ বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন: কপ-২৯

- সময়- ১১ - ২২ নভেম্বর, ২০২৪। সম্মেলনস্থল - বাকু, আজারবাইজান।
- কপ-২৯'র' সভাপতিত্ব করেন - আজারবাইজানের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী মুখতার বাবায়েভ। COP এর পূর্ণরূপ - Conference of the Parties.
- অংশগ্রহণকারী দেশ ও অঞ্চল- প্রায় ২০০টি। শ্লোগান- ইন সলিডারিটি ফর আ গ্রিন ওয়ার্ল্ড
- COP এর আয়োজক সংস্থা - UNFCCC.

কপ-২৯ এর আলোচ্য বিষয়

- তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫° সেন্টিগ্রেড এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।
- ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র (SIDS) এবং স্বল্পোন্নত দেশ (LDCs) বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়কে সহায়তা করার জন্য ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ তহবিল কার্যকর করার উপর জোর দেওয়া।
- ক্লাইমেট ফাইন্যান্স অ্যাকশন ফান্ড (CFAF) গঠন করা যাতে জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশ এবং কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বার্ষিক ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা চাওয়া হয়।
- আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মুখে থাকা একটি নতুন নেটওয়ার্ক চালুর ঘোষণা দেন।

COP সম্মেলন		
নাম	সময়	সম্মেলন স্থল
COP-1	১৯৯৫	বার্লিন, জার্মানি
COP-30	১০-২১ নভেম্বর, ২০২৫	বেলেম, ব্রাজিল
COP-31	২০২৬	অস্ট্রেলিয়া

খনি হাউজ গ্যাস ও কার্বন নির্গমন ইস্যু

বিষয়	শীর্ষ দেশ
কার্বন নির্গমনে	চীন (দ্বিতীয় দেশ - যুক্তরাষ্ট্র)
খনি হাউজ গ্যাস নির্গমনে	চীন (দ্বিতীয় দেশ - যুক্তরাষ্ট্র)
মাথাপিছু কার্বন নির্গমনে	কাতার
মাথাপিছু খনি হাউজ গ্যাস নির্গমনে	কাতার

- কার্বন কর চালুকরী প্রথম দেশ - ফিনল্যান্ড (১৯৯৪), দ্বিতীয় - অস্ট্রেলিয়া (২০১২)
- কার্বনসূচক চালুকরী প্রথম দেশ - ভারত (২০১৪)। কার্বন প্রভাবমুক্ত প্রথম দেশ - ভুটান।

জি জিরো (G-Zero)

বিশ্বের চারটি ছোট কার্বন নেতিবাচক দেশ এক হয়ে গঠন করে জি জিরো ফোরাম।

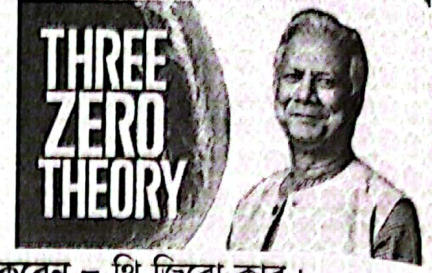
- কপ-২৯তম সম্মেলনে জি জিরো গঠন- ১৩ নভেম্বর, ২০২৪।
- জি জিরোভুক্ত দেশ - ৪টি (ভুটান, সুরিনাম, পানামা ও মাদাগাস্কার)
- নেতৃত্বদানকারী দেশ - ভুটান।

থ্রি জিরো তত্ত্ব

থ্রি জিরো বা তিন শূন্য তত্ত্ব একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে নতুন বিশ্ব গড়তে সাহায্য করবে। ২০১৫ সালে সামাজিক ব্যবসা দিবস উৎযাপনকালে ড. মুহাম্মদ ইউনুস এই তত্ত্ব দেন। ২০১৭ সালে A World of Three Zeros নামে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

- থ্রি জিরো হলো - ১. শূন্য দারিদ্র্য (Zero Poverty), ২. শূন্য বেকারত্ব (Zero Unemployment) এবং ৩. শূন্য নিট কার্বন নির্গমন (Zero Net Carbon Emissions)

- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে ড. মুহাম্মদ ইউনুস থ্রি জিরো তত্ত্ব নিয়ে বক্তব্য দেন - ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
- কপ-২৯তম সম্মেলনে ড. মুহাম্মদ ইউনুস থ্রি জিরো তত্ত্ব তুলে ধরেন - ১৩ নভেম্বর, ২০২৪।
- প্যারিস অলিম্পিক-২০২৪ এর মূলবার্তা ছিল - ড. মুহাম্মদ ইউনুসের Social Business.
- পোপ ফ্রান্সিস-ড. ইউনুস যৌথভাবে ইতালিতে চালু করেন - থ্রি জিরো ক্লাব।



থ্রি জিরো ক্লাব

- ক্লাবের নাম - Pope Francis Yonus 3 Zero Club.
- উদ্দেশ্য - মানবতার জন্য একটি রূপান্তরমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের সূচনা করার প্রয়াস। বিশ্বজুড়ে থ্রি জিরোস ক্লাব রয়েছে - প্রায় ৪,৬০০টি।
- ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে সরকার অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছে - থ্রি জিরো তত্ত্বকে।

MCQ Practice (Part-03)

- ‘থ্রি জিরো’ তত্ত্ব কোন ধরনের ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জনে বেশি সহায়ক?
ক. বহুজাতিক কোম্পানি
খ. সামাজিক ব্যবসা
গ. এক মালিকানা ব্যবসা
ঘ. হেজ ফান্ড
উত্তর: খ
- ১১-২২ নভেম্বর, ২০২৪ কপ-২৯ সম্মেলন আয়োজন করে-
ক. বেলেম, ব্রাজিল
খ. দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
গ. বাকু, আজারবাইজান
ঘ. ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া
উত্তর: গ
- ১০-২১ নভেম্বর, ২০২৫ সালের কপ-৩০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে-
ক. বেলেম, ব্রাজিল
খ. দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
গ. বাকু, আজারবাইজান
ঘ. ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া
উত্তর: ক
- থ্রি জিরো তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়-
ক. শূন্য বেকারত্ব
খ. শূন্য দারিদ্র্য
গ. শূন্য কার্বন নির্গমন
ঘ. শূন্য অভিবাসন
উত্তর: ঘ

জুলাই গণঅভ্যুত্থান-২০২৪

প্রথম শহীদ রংপুরের আবু সাঈদ	মীর মুম্বা (পানি লাগবে? পানি?)	উন্নত মম শির শিল্পকর্ম	ছাত্র জনতার গণভবন দখল
তারিখ	ঘটনা		
১ জুলাই, ২০২৪	‘বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ (Anti Discrimination Students Movement) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই ব্যানারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সূচনা হয়।		

১৬ জুলাই, ২০২৪	রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী নিরঞ্জন আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে প্রথম শহীদ হন।
১৮ জুলাই, ২০২৪	সরকার সারা দেশে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়। মীর মাহফুজুর রহমান মুন্সি মাথায় গুলি লেগে নিহত হন। তাঁর স্বর্ণীয় কথা 'ভাই, পানি লাগবে কারো, পানি' যা সারা বাংলাদেশের মানুষকে কাঁদায়।
১৯ জুলাই, ২০২৪	'বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের' সমন্বয়করা ৯ দফা দাবি ঘোষণা করেন এবং রাত ১২টা থেকে কারফিউ জারি করে সরকার।
২৩ জুলাই, ২০২৪	সরকারি চাকরির নিয়োগে সব খোঁড়ে ৯৩% মেধা, ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, ১% প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ এবং ১% ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী কোটার বিধান রেখে প্রজ্ঞাপন জারি এবং একই সাথে গেজেট প্রকাশ করা হয়।
৩ আগস্ট, ২০২৪	সরকারের পদত্যাগের ১ দফা দাবিতে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় ছাত্ররা। ছাত্রদের দাবির সঙ্গে সংহতি জানাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে লাখো মানুষ সমবেত হয়।
৫ আগস্ট, ২০২৪	বৈষম্য বিরোধী ছাত্ররা ৫ আগস্ট 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি পালন করেন।
৫ আগস্ট, ২০২৪	ক্ষমতাচ্যুত হন শেখ হাসিনা এবং গণভবন থেকে সামরিক হেলিকপ্টারে দেশ ছাড়েন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা দেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ্জ্বল।

অভ্যুত্থানে অগ্নিবীরা শব্দবন্ধ

কমপ্লিট শাটডাউন (Complete Shutdown)	কমপ্লিট শাটডাউন বলতে বুঝায় সর্বাঙ্গিক অবরোধ কর্মসূচি। এ সময় হাসপাতাল ও জরুরি সেবা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের দরজা খোলে না। অ্যান্ডুলেন্স ছাড়া কোন গাড়ি চলে না। সময় - ১৮-২২ জুলাই, ২০২৪।
রেজিস্ট্যান্স উইক (Resistance Week)	১৩ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ৪ দফা দাবিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে সারা দেশে সপ্তাহব্যাপী রকমারি কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করা হয় 'রেজিস্ট্যান্স উইক' কর্মসূচি।
৩৬ জুলাই** (36 July)	৩৬ জুলাই বলতে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট কে নির্দেশ করে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জুলাই মাস গণনা করার কথা জানান। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগ ৩৬ জুলাই বা দ্বিতীয় স্বাধীনতা হিসেবে অভিহিত করে আন্দোলনকারীরা।
ফ্যাসিবাদ	ফ্যাসিবাদ (Fascism) ইতালীয় শব্দ যা fascismo fascio শব্দ থেকে উদ্ভূত। ইতালির মুসোলিনি তার নিজের আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ফ্যাসেস গ্রহণ করেন। ফ্যাসিবাদে বৈশিষ্ট্য: ১. স্বৈরাচারী নেতৃত্ব, ২. বিরোধীদের জোরপূর্বক দমন, ৩. রাষ্ট্রের সকল বিভাগের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ইত্যাদি।

মব জাস্টিস (Mob Justice)	অর্থ উত্তাল জনতা বা উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার কার্য। ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনার পতনের পর তীব্র জনরোষে অনেকেই গণপিটুনির শিকার হয়। এসব ঘটনাগুলোকেই সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমগুলোতে বলা হচ্ছে মব জাস্টিস।
দ্য আর্ট অব ট্রায়াল	জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় দেয়ালে শিক্ষার্থীদের আঁকা বর্ণিল ও বৈচিত্রময় গ্রাফিতি চিত্রের সংকলন দ্য আর্ট অব ট্রায়াল।
জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন	১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাজসেবা অধিদপ্তর ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে গঠন করে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হয় ২১ জন। সভাপতি ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
Gen Z (জেন জেড)	Gen Z হলো Generation Z এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৯৭-২০১২ সালের মধ্যে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন তারা এই প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত।

সরকার ঘোষিত নতুন দিবস

তারিখ	দিবসের নাম	তারিখ	দিবসের নাম
১৬ জুলাই	জুলাই শহীদ দিবস	১২ আগস্ট	জাতীয় যুব দিবস
৫ আগস্ট	জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস	২০ অক্টোবর	জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস

নোট: সরকার ১ নভেম্বর জাতীয় যুব দিবসের পরিবর্তে ১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবসের সাথে মিলিয়ে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০২৫ সালে প্রথম ১২ আগস্ট যুব দিবস পালিত হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'জুলাই অভ্যুত্থান অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠিত হয় - ২৩ এপ্রিল, ২০২৫ সালে।
- বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম শহীদ আবু সাঈদকে নিয়ে অঙ্কিত শিল্পকর্ম 'উন্নত মম শির' এর শিল্পী - শহীদ কবির।
- ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত গণভবনকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের পঞ্চম বৈঠকে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর' করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় - ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
- ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকে 'মনসুন অভ্যুত্থান' বলে আখ্যায়িত করেন - ড. মুহাম্মদ ইউনূস (২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪)
- ২০২৪ সালে বর্ষসেরা দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে নির্বাচিত করেছেন - দ্য ইকোনমিস্ট।
- মীর মুক্তের স্বরণে 'শহীদ মীর মুক্ত তোরণ' অবস্থিত - খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।
- জুলাই অভ্যুত্থানে শহিদদের ছবি ও ব্যবহৃত পোশাক নিয়ে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হবে - আগারগাঁও, ঢাকা।
- জুলাই স্মৃতি উদ্যান অবস্থিত - পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম (পূর্বনাম ছিল - জাতিসংঘ পার্ক)
- জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া নারী শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে চালু করে - মেডেলিন অলব্রাইট অনারারি গ্রুপ অ্যাওয়ার্ড।
- জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে 'পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিস্তম্ভ; অদম্য ২৪' স্থাপিত হয় - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।
- জুলাই বিপ্লবের ৮৩৪ জন শহীদ 'জুলাই শহীদ' নামে অভিহিত এবং ১৪০১ জন আহত 'জুলাই যোদ্ধা' নামে অভিহিত হন।

জুলাইয়ের গণহত্যা নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিবেদন

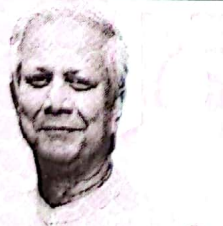
- প্রতিবেদন প্রকাশ করে - জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয় (OHCHR)। প্রতিবেদন প্রকাশ - ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।
- আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয় - ৫ মার্চ, ২০২৫ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।
- প্রতিবেদনে ৫টি বিষয়ের উপর সুপারিশ করা হয়েছে - ৪১ দফা।
- প্রতিবেদন অনুযায়ী ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা - ১৪০০ জন, আহতের সংখ্যা - ১৩৫২৯ জন, নিহতের মধ্যে শিশু ছিল - ১২-১৩%।

MCQ Practice (Part-04)

১. শহীদ আবু সাঈদ-কে নিয়ে অঙ্কিত শিল্পকর্ম 'উন্নত মম শির'- এর শিল্পী কে?
ক. বীরেন সোম খ. কৌশিক সরকার গ. শহীদ কবির ঘ. চুনিলাল দেওয়ান **উত্তর:গ**
২. কোন সময়কালকে Generation-Z (Gen-Z)-এর ব্যাপ্তি ধরা হয়?
ক. ১৯৬০-১৯৮০ খ. ১৯৯৭-২০১২ গ. ২০০১-২০২০ ঘ. ২০১০-২০২৪ **উত্তর:খ**
৩. জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় দেয়ালে শিক্ষার্থীদের আঁকা বর্ণিল ও বৈচিত্রময় গ্রাফিটি চিত্রের সংকলন-
ক. দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ খ. দ্য আর্ট অব কালচার
গ. মব জাস্টিস ঘ. দ্য আর্ট অব গ্রাফিটি **উত্তর:ক**

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

- রাষ্ট্রপতি সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন - ৬ আগস্ট, ২০২৪।***
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয় - ৮ আগস্ট, ২০২৪।**
- মোট সদস্য - ২৩ জন। (প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা ২২ জন)
- রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে শপথ বাক্য পাঠ করান - ৮ আগস্ট, ২০২৪।
- প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব - শফিকুল আলম।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নারী উপদেষ্টা - ৪ জন (সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, শারমিন এস মোরশেদ, ফরিদা আকতার ও নূরজাহান বেগম)
- প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ও বাসভবনের নাম - যমুনা।

	প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দায়িত্ব মন্ত্রণালয়: • প্রতিরক্ষা • জনপ্রশাসন • বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন • ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ: • উপদেষ্টা পরিষদ বিভাগ • সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ • তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
---	--

উপদেষ্টাদের নাম	মন্ত্রণালয়
সালেহ উদ্দিন আহমেদ	অর্থ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ড. আসিফ নজরুল	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান
সাখাওয়াত হোসেন	শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
আদিলুর রহমান খান	শিল্প এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
তৌহিদ হোসেন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
শারমিন এস মুরশিদ	সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আ ফ ম খালিদ হোসেন	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ফারুক ই আজম	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ফরিদা আখতার	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়
নূরজাহান বেগম	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সুপ্রদীপ চাকমা	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ডা. বিধান রঞ্জন রায়	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
আলী ইমাম মজুমদার	খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়
ফাওজুল কবির খান	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়
আসিফ মাহমুদ সজীব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
শেখ বশির উদ্দীন	বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
মোস্তফা সরয়ার ফারুকী	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মাহফুজ আলম	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
চৌধুরী রফিকুল আবরার	শিক্ষা মন্ত্রণালয়

MCQ Practice (Part-05)

- বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় কত তারিখে?
ক. ৫ আগস্ট, ২০২৪ খ. ৬ আগস্ট, ২০২৪
গ. ৭ আগস্ট, ২০২৪ ঘ. ৮ আগস্ট, ২০২৪
- বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কতটি সংস্কার কমিশন গঠিত করেছে?
ক. ৫টি খ. ১০টি গ. ১১টি ঘ. ১২টি
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নারী উপদেষ্টা কত জন?
ক. ২ জন খ. ৩ জন গ. ৪ জন ঘ. ৫ জন

উত্তরঃ ঘ

উত্তরঃ গ

উত্তরঃ গ

ড. মুহাম্মদ ইউনুস

- জন্ম- ২৮ জুন, ১৯৪০ সালে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর বাথোয়া গ্রামে।
- পরিচিতি - সামাজিক উদ্যোক্তা ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তিতে নোবেল বিজয়ী দ্বিতীয় ব্যক্তি।
- উপাধি - ক্ষুদ্র ঋণের প্রবর্তক ও সামাজিক ব্যবসার অগ্রদূত।
- শিক্ষা জীবন - ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬০ সালে স্নাতক ও ১৯৬১ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৫ সালে 'ফুলব্রাইট বৃত্তি' নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট' (GPED) থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।



- কর্মজীবন - স্নাতক শেষে তিনি 'গবেষণা সহকারী' হিসেবে অর্থনীতি ব্যুরোতে যোগদেন। চট্টগ্রাম কলেজে অর্থনীতির প্রভাষক হন ১৯৬১ সালে। ১৯৬৯-১৯৭২ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে যোগ দেন। পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে কর্মরত ছিলেন।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন - ১৯৯৬ সালে (দায়িত্ব পালন করেন - প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়)
- ফটল্যান্ডের গ্লাসগো ক্যালিডোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (শিক্ষা) ছিলেন - ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত।
- মালয়েশিয়ার 'আলবুখারি' আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন- ২০২০
- ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জীবনী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে - কানাডা ও জাপানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে।
- টাইম ম্যাগাজিন ড. ইউনূসকে শীর্ষ ১২ জন ব্যবসায়িক নেতার মধ্যে স্থান দেয় - ২০০৬।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রচুর্ষে স্থান দিয়েছে - টাইম, ফোর্বস ম্যাগাজিন এবং নিউজউইক।
- ২০১২ সালে ফরচুন ম্যাগাজিন ড. ইউনূসকে আখ্যা দিয়েছেন- সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা।
- ২০২০ সালে টোকিও অলিম্পিকের মশাল বাহক (প্রধান অতিথি) ছিলেন - ড. ইউনূস।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল, কংগ্রেসশনাল গোল্ড মেডেল, প্রেসিডেন্সিয়াল গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত ৭ জন ব্যক্তির মধ্যে তিনি একজন।
- সম্প্রতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রধান উপদেষ্টা হন - ৮ আগস্ট, ২০২৪ সালে।
- Social Business Day বা সামাজিক ব্যবসা দিবস - ২৮ জুন (ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জন্ম দিন) পালিত হয় - ২০১০ থেকে।
- সম্প্রতি ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে 'The Revolutionary Economist' উপাধি দিয়েছে - নেচার ম্যাগাজিন।***
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস কে 'নেশন বিল্ডার' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যে সাময়িকী- নেচার সাময়িকী। **
- যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞান বিষয়ক খ্যাতিনামা সাময়িকী 'নেচার' ২০২৪ সালের শীর্ষ ১০ ব্যক্তিত্বের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন - ড. ইউনূস।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার পর প্রথম যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেন - মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- ২৯ মার্চ, ২০২৫ ড. মুহাম্মদ ইউনূস সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণ ও ভাষণ দেন - চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- ১৪ মে, ২০২৫ সালে যে বিশ্ববিদ্যালয় ড. মুহাম্মদ ইউনূস কে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব লিটারেচার (ডি.লিট)' ডিগ্রি প্রদান করে - চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (পঞ্চম সমাবর্তন)।
- ৩০ মে, ২০২৫ সালে সামাজিক উদ্ভাবন ও বৈশ্বিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' ডিগ্রি প্রদান করে - জাপানের সোকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- সম্প্রতি ১০ জুন ২০২৫ সালে ৪ দিনের সফরে যুক্তরাজ্যে যান - ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের গ্রন্থসমূহ

• গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন	• দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্বের জন্য
• ঘরের বাঘা সরিয়ে নিন মানুষকে এগুতে দিন	• বাংলাদেশ ২০১০
• Creating a World of Without Poverty	• Building Social Business
• বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা	• Super Happiness
• A World of Three Zeros	• সামাজিক ব্যবসা
• যোগা প্রাণী আন্দোলন	• Banker to the Poor

• ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ - দারিদ্র্যহীন বিশ্বের অভিযুগে।**

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সম্মাননা ও পুরস্কার

✓ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন	১৯৭৮
✓ ফিলিপাইন থেকে 'রামোন ম্যাগসেসে' পুরস্কার লাভ করেন**	১৯৮৪
✓ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন*	১৯৮৭
✓ বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার	১৯৯৪
✓ গান্ধী শান্তি পুরস্কার	২০০০
✓ ডলভো শান্তি পুরস্কার	২০০৩
✓ গ্রামীণ ব্যাংক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন*	২০০৬
✓ যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম**	২০০৯
✓ যুক্তরাষ্ট্রের 'কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল**	২০১০
✓ ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য 'অলিম্পিক লরেন্স' পুরস্কার	২০২১
✓ ইউনাইটেড নেশনস ফাউন্ডেশনের চ্যাম্পিয়ন অব গ্লোবাল চেঞ্জ পুরস্কার	২০২১
✓ ইউনেস্কোর 'ট্রি অব পিস' লাভ করেন	২০২৪
✓ দ্য কিংস ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'রাজা তৃতীয় চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড' লাভ	২০২৫



নোবেল শান্তি পুরস্কার



প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম



কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল

ক্ষুদ্রঋণ ও গ্রামীণ ব্যাংক

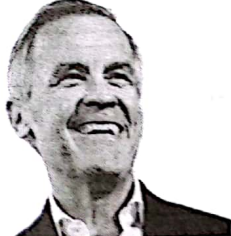
১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার পর ড. মুহাম্মদ ইউনূস দারিদ্র্য দূরীকরণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৭৫ সালে তিনি নতুন ধরনের কৃষি সমবায় 'নবযুগ তেভাগা খামার' সংঘটিত করেন, যা পরবর্তীতে সরকার প্যাকেজড ইনপুট প্রোগ্রাম হিসেবে গ্রহণ করে। গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশে মাইক্রোফাইন্যান্স বিশেষায়িত কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। এটি দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের কাছে জামানত ছাড়াই ক্ষুদ্র ঋণ দেন। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম

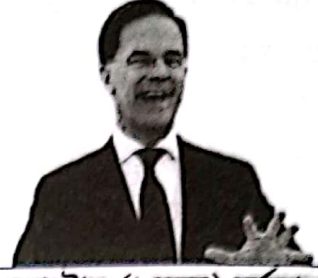
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস একটি গবেষণা প্রকল্প হিসেবে চট্টগ্রামে জোবরা গ্রামে প্রথম সুফিয়া বেগম কে ঋণ দেন। ১৯৮৩ সালের ২ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঋণ গ্রহীতার ৯৬.৮১ শতাংশই নারী। ১৯৯৮ সালে ব্যাংকের 'নিম্ন ব্যয়ের আবাসন কর্মসূচি' 'ওয়ার্ল্ড হ্যাবিটেট অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে। ২০০৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ও ড. ইউনুস যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

কার্যক্রম শুরু	১৯৭৬ সালে (চট্টগ্রামের জোবরা গ্রাম থেকে)**	
পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসেবে যাত্রা	২ অক্টোবর, ১৯৮৩ সালে**	 গ্রামীণ ব্যাংক
প্রতিষ্ঠাতা	ড. মুহাম্মদ ইউনুস	
প্রধান কার্যালয় অবস্থিত	মিরপুর-২, ঢাকা	
ক্ষুদ্র ঋণ, সামাজিক ব্যবসা**	ড. মুহাম্মদ ইউনুস	
মাইক্রো ক্রেডিটের প্রবক্তা**	ড. মুহাম্মদ ইউনুস	

- গ্রামীণ ব্যাংকের ধারণা বাংলাদেশের বাইরে প্রথম যে দেশ চালু করে - মালয়েশিয়া।**
- বিশ্বের যে দেশ গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে সে দেশে ক্ষুদ্রঋণ চালু করে - জাপান।**
- ড. মুহাম্মদ ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংকের সূচনা পর্বে জোবরা গ্রামে প্রথম ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা দরিদ্র গৃহবধূর নাম - সুফিয়া বেগম।
- ঋণের টাকা ফেরত নিশ্চিত করতে ব্যবহার করেন - সংহতি দল পদ্ধতি।
- গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের মালিকানা - ১০ শতাংশ।
- গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা - ১৩ জন।

সম্প্রতি সময়ের কিছু আলোচিত ব্যক্তি

		
বিডার বর্তমান নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী	কমনওয়েলথের বর্তমান মহাসচিব শার্লি আয়োরকর বোচওয়ে	কানাডার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি (রাজনৈতিক দল: লিবারেল পার্টি)
		
রাষ্ট্রীয় সম্মানসূচক নাগরিকত্ব লাভ করেন কিহাক সাং	সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল শারা	ICJ এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইউজি ইওয়াসাওয়া (জাপান)

		
আফ্রিকান ইউনিয়নের চেয়ারপারসন মাহমুদ আলী ইউসুফ	ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী	ন্যাটোর (১৪তম) বর্তমান মহাসচিব মার্ক রুট (নেদারল্যান্ডস)

MCQ Practice (Part-06)

- ন্যাটোর ১৪তম মহাসচিব মার্ক রুট কোন দেশের নাগরিক?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. ফিনল্যান্ড গ. নরওয়ে ঘ. নেদারল্যান্ডস **উত্তর:ঘ**
- কানাডার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?
ক. ক্লিয়ার স্টারমার খ. মার্ক কার্নি গ. জাস্টিন ট্রডো ঘ. লিজ ট্রাস **উত্তর:খ**
- কমনওয়েলথের বর্তমান মহাসচিবের নাম-
ক. ইব্রাহিম রাইসি খ. মোহাম্মদ মুখবার
গ. শার্লি আয়োকর বোচায়ে ঘ. আলী খামেনি **উত্তর:গ**
- জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম-
ক. ফুমিও কিশিদা খ. ইশিবা শিগেরু গ. সিনজো অ্যাবে ঘ. নোদা ইয়োশিহিকো **উত্তর:খ**

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ ****

প্রতি বছর প্রকাশিত হয়	অর্থ মন্ত্রণালয়ের 'অর্থ বিভাগ' থেকে
মোট জনসংখ্যা	১৭ কোটি ১০ লক্ষ (১৭১ মিলিয়ন)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	১.৩৩%
পুরুষ-নারীর অনুপাত	৯৬.৩ : ১০০
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১১৭১ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)
প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার	২৭ জন
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল	৭২.৩ বছর (পুরুষ- ৭০.৮, নারী- ৭৩.৮)
সুপেয় পানি পান	৯৮.২ শতাংশ
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী	৯৩.৬৩ শতাংশ
সাক্ষরতার হার (৭ বছরের বেশি)	৭৭.৯ শতাংশ (পুরুষ-৮০.১% ও মহিলা- ৭৫.৮%)
শ্রম শক্তিতে নিয়োজিত	কৃষি ৪৫.০০%, শিল্প ১৭.০০% ও সেবাসেখাত ৩৮.০০%
দারিদ্র্যের হার	১৮.৭ শতাংশ
চরম দারিদ্র্যের হার	৫.৬ শতাংশ
চলতি মূল্যে মাথাপিছু আয় (GNI)	২৭৮৪ মার্কিন ডলার
চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি	২৬৭৫ মার্কিন ডলার
দ্রুত মূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হার	৫.৮২%
মুদ্রাস্ফীতি	৯.৭৪% (খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি- ১০.২২%)

বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে
সবচেয়ে বেশি আমদানি করে

যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক (RMG)
চীন থেকে

নোট: বিবিএস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে তফসিলি ব্যাংক ৬২টি (সর্বশেষ - নগদ
সিএলসি, ৩ জুন, ২০২৪) এবং ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান- ৩৬টি।

ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২

গণনার সময়	১৫ থেকে ২১ জুন, ২০২২
পরিচালনা করে	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পুরুষ ও নারীর অনুপাত	৯৮:১০০
প্রতি বর্গ কিমি বাস করে	১১১৯ জন (প্রতি বর্গ মাইলে- ২৫২৮ জন)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.২২%
সাক্ষরতার হার	৭৪.৬৬%
খানা প্রতি গড় সদস্যসংখ্যা	৪.০ জন
পরবর্তী/৭ম জনশুমারি	২০৩১ সালে
এ পর্যন্ত জনশুমারি হয়	৬ বার (১ম- ১৯৭৪, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১, ২০২২)

ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ (ছড়াত্ত প্রতিবেদন)

সমষ্টিগত মোট জনসংখ্যা	১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯১১ জন
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি)	১,১১৯ জন
সাক্ষরতার হার (৭ বছর +)	৭৪.৮০%
পরিবারে (খানা) গড় সদস্য	৩.৯৮ জন

প্রথমবারের মতো গণনায় যুক্ত করা হয়- প্রবাসীদের।

সর্বাধিক প্রবাসী আয় গ্রহণকারী থানা- চট্টগ্রামে।

জনসংখ্যার বিভাগ ও জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান: শীর্ষ ও নিম্ন

পরিসংখ্যান	শীর্ষ বিভাগ	সর্বনিম্ন বিভাগ
জনসংখ্যায়	ঢাকা **	বরিশাল **
জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	ঢাকা	বরিশাল
জনসংখ্যার ঘনত্ব	ঢাকা	বরিশাল **
সাক্ষরতার হার (৭+ বছর)	ঢাকা **	ময়মনসিংহ **

পরিসংখ্যান	শীর্ষ জেলা	সর্বনিম্ন জেলা
জনসংখ্যায়	ঢাকা	বান্দরবান
জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার	গাজীপুর	ঝালকাঠি
জনসংখ্যার ঘনত্ব	ঢাকা	রাঙ্গামাটি
সাক্ষরতার হার (৭+ বছর)	পিরোজপুর	জামালপুর

পরিসংখ্যান	শীর্ষ উপজেলা	সর্বনিম্ন উপজেলা
জনসংখ্যা	সাভার (ঢাকা)	জুরাছড়ি (রাঙ্গামাটি)
সাক্ষরতায়	নেছারাবাদ (পিরোজপুর)	রুমা (বান্দরবান)

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা - ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৭৮ জন।
 - দেশের ইউনিয়ন সংখ্যা- ৪,৫৯৬টি। বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে- ১৪,২০০টি।
- নোট: বিবিএস এর রিপোর্ট অনুযায়ী সাক্ষরতায় শীর্ষ জেলা- বরিশাল।

GDP'র হিসাব

ক্যাটাগরি	২০২৩-২৪ (চূড়ান্ত)	২০২৪-২৫ (সাময়িক)
মাথাপিছু GNI	২৭৩৮ মার্কিন ডলার**	২৮২০ মার্কিন ডলার
মাথাপিছু GDP	২৬২৫ মার্কিন ডলার	২৬৭১ মার্কিন ডলার
GNI'র আকার	৪৬৯,৮৫৯ মিলিয়ন ডলার	৪৮৭,৪৩১ মিলিয়ন ডলার
GDP'র আকার	৪৫০,৪৬১ মিলিয়ন ডলার	৪৬১,৬২৮ মিলিয়ন ডলার
জনসংখ্যা	১৭ কোটি ১৫ লাখ	১৭ কোটি ২৮ লাখ
GDP'র প্রবৃদ্ধির হার	৪.২২%	৩.৯৭%
GDP'র খাত রয়েছে	১৯টি **	

GDP'র খাতওয়ারি অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার (ভিত্তি বছর: ২০১৫-২০১৬)

খাত সমূহ	অবদানের হার (%)		প্রবৃদ্ধির হার (%)	
	২০২৩-২৪ (চূড়ান্ত)	২০২৪-২৫ (সাময়িক)	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
১. কৃষি	১১.১৯	১০.৯৪	৩.৩০	১.৭৯
২. শিল্প	৩৭.৩৭	৩৭.৪৪	৩.৫১	৪.৩৪
৩. সেবা	৫১.৪৪	৫১.৬২	৫.০৯	৪.৫১
সার্বিক GDP	১০০.০০	১০০.০০	৪.২২	৩.৯৭

- GDPতে অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি- সেবা খাতে।
- GDP'র ক্রমহ্রাসমান প্রবৃদ্ধির হার- কৃষি।

অর্থ ও বাণিজ্য

- বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান নীতি সুদ হার - ১০.০%।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে, SLF Rate - ১১.৫০%, SDF Rate - ৮.০০%, Bank Rate - ৪.০০%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের গড় মুদ্রাস্ফীতি - ৯.৭৩%।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি আয়- ৪৮.২৮ বিলিয়ন ডলার।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তৈরি পোশাক থেকে আয়- ৩৯.৩৪ বিলিয়ন ডলার।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শীর্ষ রপ্তানি খাত - তৈরি পোশাক।
- ২৩ এপ্রিল, ২০২৪ বাংলাদেশ যে দেশের সাথে দ্বৈত কর পরিহার ও কর ফাঁকি সংক্রান্ত চুক্তি করে - কাতারের সাথে। ভুটানের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হবে - কুড়িগ্রাম।
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চা রপ্তানি করে - সংযুক্ত আরব আমিরাত (দ্বিতীয় দেশ- পাকিস্তান)

- বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে FDI প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান - তৃতীয়।
- বাংলাদেশে ব্যাংকাসুরেল প্রবর্তন করা হয় - ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩ (প্রথম- সিটি ব্যাংক)
- বাংলাদেশ ব্যাংক টাকার সঙ্গে ডলার বিনিময় বা সোয়াপ ব্যবস্থা চালু করে - ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সালে। ডলার বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি - ক্রলিংপেক।
- জাহাজ ভাঙ্গার শিল্পে বিশ্বে বাংলাদেশ- প্রথম। জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিশ্বে বাংলাদেশ- ১৩তম
- গুগল-পে বাংলাদেশের চালু হয় - ২৪ জুন, ২০২৫ (প্রথম চালু করে - সিটি ব্যাংক)

চতুর্থ অর্থনৈতিক শুমারি

- চতুর্থ অর্থনৈতিক শুমারি অনুষ্ঠিত হয় - ১০-২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪।
- অর্থনৈতিক শুমারিতে প্রথমবারের মতো ব্যবহার হয় - ক্যাপি পদ্ধতি।
- প্রথমবারের মতো অর্থনৈতিক শুমারি করা হয় - ১৯৮৬ সালে।
- তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারি করা হয়েছিল - ২০১৩ সালে।

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত কিছু প্রেসিডেন্ট

দেশ	প্রেসিডেন্ট	দেশ	প্রেসিডেন্ট
ইসরায়েল	আইজ্যাক হেরজগ	ঘানা	জন মাহামা
জিম্বাবুয়ে	এমারসন মানানগাওয়া	সিঙ্গাপুর	থারমান শানমুজারত্নম
মালদ্বীপ	মোহাম্মদ মুইজেজা	ইরান	মাসুদ পেজেশকিয়ান
ভারত	দ্রৌপদী মুর্মু (১৫তম)	দক্ষিণ কোরিয়া	লি জ্যা মিয়ং
নেপাল	রামচন্দ্র পাওডেল	ব্রাজিল	লুলা দা সিলভা
শ্রীলঙ্কা	অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে	দক্ষিণ আফ্রিকা	সিরিল রামাফোসা
তুরস্ক	রিসেপ তাইপে এরদোগান	আর্জেন্টিনা	জাভিয়ার মিলেই
কিউবা	মিগুয়েল দিয়াজ কানেল**	ফ্রান্স	ইমানুয়েল ম্যাক্রো
ম্যাক্সিকো	ক্লডিয়া শিনবাইন	নাইজেরিয়া	বোলা আহমেদ তিনুবু
রাশিয়া	ভ্লাদিমির পুতিন	ইন্দোনেশিয়া	প্রাবোও সুবিয়ান্ত
চীন	শি জিন পিং	ইউক্রেন	ভলোদিমির জেলেনস্কি

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত কিছু প্রধানমন্ত্রী

দেশ	প্রধানমন্ত্রী	দেশ	প্রধানমন্ত্রী
জাপান	ইশিবা শিগেরু (১০১তম)	ইসরাইল	বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু
নেপাল	পুষ্প কমল দাহাল	পাকিস্তান	শেহবাজ শরীফ
ভুটান	শেরিং তোবগে	আফগানিস্তান	মো. হাসান আখুন্দ
ইউক্রেন	ইউলিয়া স্ভিরিডেনকো	নিউজিল্যান্ড	ক্রিস্টোফার লুক্সন
চীন	লি কিয়াং	অস্ট্রেলিয়া	অ্যান্টনি আলবানিজ
কানাডা	মার্ক কার্নি	ফ্রান্স	ফ্রান্সোয়া বাইরু
ইতালি	জর্জিয়া মেলোনি	শ্রীলঙ্কা	হরিনি অমরসুরিয়া
মালয়েশিয়া	আনোয়ার ইব্রাহিম	রাশিয়া	মিখাইল মিশ্তিন
যুক্তরাজ্য	কিয়ার স্টারমার	ইয়েমেন	সালেম সালেহ বিন ব্রেক

MCQ Practice (Part-07)

১. বর্তমানে বাংলাদেশের কতটি দেশে মিশন চালু আছে?
ক. ৪৭টি খ. ৫৫টি গ. ৬০টি ঘ. ৮১টি উত্তর: গ
২. বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বাধিক সংখ্যক শক্তিরক্ষী কর্মরত কোন দেশে?
ক. কসো প্রজাতন্ত্র খ. সিয়েরা লিওন গ. দক্ষিণ সুদান ঘ. মালি উত্তর: ক
৩. বর্তমানে শক্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান-
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ উত্তর: গ
৪. হ্রাসের নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?
ক. হ্রাসোয়া বাইক খ. মিশাইল মিশাইল গ. ক্রিস্টোফার লুইস ঘ. ওলাক শলভে উত্তর: ঘ

রিপোর্ট ও সমীক্ষা

রিপোর্টের নাম	শীর্ষ দেশ	সর্বনিম্ন দেশ	বাংলাদেশ
শক্তিরক্ষী প্রেরণে-২০২৪	নেপাল	-	৩৪
প্রবাসী আয় সূচক-২০২৫	ভারত	-	৮৭***
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক ২০২৫	সিঙ্গাপুর	উত্তর কোরিয়া	১২২তম
স্বাধীনতা সূচক ২০২৪	ডেনমার্ক	আফগানিস্তান	১৪১তম
টেকসই উন্নয়ন (SDG) রিপোর্ট ২০২৪	ফিনল্যান্ড	দক্ষিণ সুদান	১০১তম
ধনী দেশ সূচক ২০২৪***	লুক্সেমবার্গ	-	-
বিশ্বের বাসযোগ্য শহর সূচক ২০২৪	জিরোবা, জিম্বাবু	দারোম, মালি	১৬৮তম
মানব উন্নয়ন সূচক ২০২৫	আইসল্যান্ড	দক্ষিণ সুদান	১৫০তম
বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক ২০২৪	সুইজারল্যান্ড	আঙ্গোলা	১০৬তম
বৈশ্বিক শান্তি সূচক ২০২৫	আইসল্যান্ড	রাশিয়া	১২৩তম
E-Government Development 2024	ডেনমার্ক **	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১০০তম
মুক্ত গণমাধ্যম সূচক ২০২৫	নরওয়ে *	ইরিত্রিয়া	১৪৯তম
বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচক ২০২৫	নরওয়ে	আফগানিস্তান	১০০তম
আইনের শাসন সূচক ২০২৩	ডেনমার্ক *	কসো	১২৭তম
বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক ২০২৪	-	সোমালিয়া	৮৪তম
বিশ্ব সুখ সূচক ২০২৫***	ফিনল্যান্ড	আফগানিস্তান	১৫৪তম
হেলথি শাসনোপায় সূচক- ২০২৫	সিঙ্গাপুর	আফগানিস্তান	৯৩তম
সম্মান সূচক- ২০২৫	বারকিনা ফাসো	-	৩৫তম
সামগ্রিক সূচক ২০২৫***	১ম-যুক্তরাষ্ট্র	তুটান	৩৫তম
বৈশ্বিক শিল্প সমতা সূচক-২০২৫*	আইসল্যান্ড	পাকিস্তান	২৪তম
শীর্ষ বায়বাহ্য শহর-২০২৪	হংকং (চীন)	আবুজা	ঢাকা-১৪০
বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষমতা সূচক ২০২৫	আইসল্যান্ড	ভেনেজুয়েলা	-

বিবিধ তথ্যে রিপোর্ট ও সমীক্ষা

- দুর্নীতি ধারণা সূচক- ২০২৪ অনুযায়ী বাংলাদেশ নিম্নক্রম অবস্থান - ১৪তম।
- উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান - ১৫১তম।
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান- ৩য়।
- লিঙ্গ সমতা সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান - প্রথম।**
- নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান - সপ্তম।
- বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান- ২য়।
- Inclusive Development Index (IDI) দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান - দ্বিতীয়
- শীর্ষ পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনকারী দেশ - যুক্তরাষ্ট্র।
- ২০২২ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশি সবচেয়ে বেশি শ্রমিক গমন করে- সৌদি আরব (৫৩.৯২%)। প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদনে শীর্ষ দেশ - ভারত।
- ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারে শীর্ষ দেশ - ভারত (বাংলাদেশের অবস্থান - ৩৫তম)
- বিশ্বের ব্যস্ততম কনটেইনার বন্দর - সাংহাই বন্দর, চীন।
- ব্যস্ততম কনটেইনার সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামের অবস্থান - ৬৭তম।
- বিশ্বব্যাংক থেকে সর্বাধিক ঋণগ্রহণকারী, ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারে শীর্ষ দেশ - ভারত।
- বিশ্বের শীর্ষ ঋণদাতা দেশ - জার্মানি (দ্বিতীয় দেশ - জাপান)
- বিশ্বের বৃহত্তম সাহায্যদাতা দেশ - যুক্তরাষ্ট্র।
- বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণকারী শীর্ষ দেশ - আফগানিস্তান।
- বায়ুদূষণ ২০২৫-এ শীর্ষ দেশ - শাদ, বাংলাদেশের অবস্থান - ২য়
- বায়ুদূষণে শীর্ষ রাজধানী - নয়াদিল্লি, ভারত। ঢাকার অবস্থান - ৩য়।
- বিশ্বের ক্ষমতাস্বত্ব দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান - ৪৭তম।
- বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান - ৩৫তম।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের পানি কনভেনশনে যোগ দেয় - দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম এবং বিশ্বের ৫৬তম দেশ হিসেবে।
- UNCTAD মতে ২০২৪ বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগ এসেছে - ১২৭০ মিলিয়ন ডলার
- বৈশ্বিক অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত প্রতিবেদন ২০২৪ এর শীর্ষ দেশ - সুদান (২য় দেশ - সিরিয়া)

MCQ Practice (Part-08)

১. লিঙ্গ সমতা সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান-
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ **উত্তর:ক**
২. বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান-
ক. ৩৩তম খ. ৩৪তম গ. ৩৫তম ঘ. ৩৬তম **উত্তর:গ**
৩. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক ২০২৪ এ বাংলাদেশের অবস্থান-
ক. ১০১তম খ. ১১১তম গ. ১১৬তম ঘ. ১২৪তম **উত্তর:গ**
৪. সামরিক সূচক ২০২৫ এ বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক. ৩৫তম খ. ৩৬তম গ. ৩৭তম ঘ. ৩৮তম **উত্তর:ক**
৫. বিশ্ব সুখ সূচক ২০২৫ এর শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. কানাডা গ. সুইজারল্যান্ড ঘ. ফিনল্যান্ড **উত্তর:ঘ**

প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স

- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি শ্রমিক প্রেরণ করে - সৌদি আরবে।**
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি নারী শ্রমিক প্রেরণ করে - সৌদি আরবে।*
- শ্রমিক প্রেরণে শীর্ষ দেশ - ভারত। বাংলাদেশের অবস্থান - ৬ষ্ঠ।
- রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ - ভারত। বাংলাদেশের অবস্থান - ৮ম।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সেন্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স পেয়েছে- যুক্তরাষ্ট্র ও দ্বিতীয়- সংযুক্ত আরব আমিরাত (২০২৩-২৪ এ শীর্ষ আরব আমিরাত)।
- রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে কাজ করছে- UNHCR.
- ১ জানুয়ারি, ২০২২ সালে প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা ২% থেকে বেড়ে হয়- ৫% (সরকার ২.৫% এবং ব্যাংক ২.৫%)। অভিবাসীদের গন্তব্যের শীর্ষ দেশ - যুক্তরাষ্ট্র।
- ২০২৪ সালে বৈশ্বিক রপ্তানি শেয়ারে বাংলাদেশের অবস্থান- ৫৮তম।
- AFP (২৭ মে, ২০২৫) মতে বিশ্বে শীর্ষ ঋণদাতা দেশ - জার্মানি (২য় দেশ - জাপান)
- বৈশ্বিক পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়নে শীর্ষ দেশ - যুক্তরাষ্ট্র, মজুদে শীর্ষ দেশ - রাশিয়া।

তেল-গ্যাস প্রতিবেদন -২০২৪

তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ**	যুক্তরাষ্ট্র
তেল রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ	সৌদি আরব
তেল আমদানিতে শীর্ষ দেশ	চীন
উত্তোলনযোগ্য তেল মজুদে শীর্ষ দেশ	ভেনেজুয়েলা
গ্যাস উৎপাদন ও রপ্তানি শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
গ্যাস রিজার্ভে শীর্ষ দেশ	রাশিয়া
গ্যাস আমদানিতে শীর্ষ দেশ	জাপান, ২য়- জার্মানি
তেল রপ্তানির অর্থকে বলে	পেট্রো ডলার

মধ্যপ্রাচ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- ইরান, রপ্তানিতে- কাতার
খনিজ তেল/জ্বালানি ব্যবহারে শীর্ষ দেশ - যুক্তরাষ্ট্র।

অস্ত্র আমদানি-রপ্তানি প্রতিবেদন- ২০২৫

অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ**	যুক্তরাষ্ট্র
অস্ত্র আমদানিতে শীর্ষ দেশ	ইউক্রেন
অস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান	২৬তম
বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অস্ত্র আমদানি করে	চীন থেকে
সামরিক ব্যয়ে বিশ্বের শীর্ষদেশ	যুক্তরাষ্ট্র
সামরিক ব্যয়ে বাংলাদেশের অবস্থান	৫০তম
সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশ***	৩৫তম
সামরিক ব্যয়ে সর্বনিম্ন দেশ	আইসল্যান্ড

বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান পর্যালোচনা-২০২৩ [রিপোর্ট: আগস্ট, ২০২৪]

খাত	শীর্ষ দেশ	খাত	শীর্ষ দেশ
বিশ্বে রপ্তানীতে	চীন	তৈরি পোশাক রপ্তানিতে	চীন
বিশ্বে আমদানিতে	যুক্তরাষ্ট্র	তৈরি পোশাক আমদানিতে	যুক্তরাষ্ট্র
বস্ত্র রপ্তানীতে	চীন	তৈরি পোশাক রপ্তানীতে বাংলাদেশ	২য়
বস্ত্র আমদানিতে	যুক্তরাষ্ট্র	বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানিতে	যুক্তরাষ্ট্র
বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে	যুক্তরাষ্ট্র	বস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশ	৪র্থ
বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র	বিশ্বে আমদানিতে বাংলাদেশের	৪৬তম

- বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগে (FDI) শীর্ষ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র
- বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ - ১. যুক্তরাজ্য ২. নেদারল্যান্ডস ৩. যুক্তরাষ্ট্র।
- বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগ এসেছে - ১২৭০ মিলিয়ন ডলার।

তৈরি পোশাক (RMG) রপ্তানি

প্রথম- চীন	দ্বিতীয়- বাংলাদেশ	তৃতীয়- ভিয়েতনাম
তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী- ভিয়েতনাম		

কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০২৪ [বিবিএস: ৯ জুন, ২০২৫]

কৃষি ফসল	জেলা	কৃষি ফসল	জেলা
ধান, বোরো ধান, মাছ*	ময়মনসিংহ	তামাক	কুষ্টিয়া
পাট	ফরিদপুর	তুলা	ঝিনাইদহ
গম ***	ঠাকুরগাঁও	চা	মৌলভীবাজার
ভুট্টা, আমন ধান	দিনাজপুর	আলু ***	রংপুর
আখ/ ইক্ষু, রসুন	নাটোর	সয়াবিন তেল, সুপারি	লক্ষ্মীপুর
আম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পেয়ারা	চট্টগ্রাম
কাঁঠাল	গাজীপুর	আনারস	টাঙ্গাইল
তরমুজ	খুলনা	লিচু, পেঁয়াজ	পাবনা
খেসারি, মিষ্টি আলু	নোয়াখালী	আউশ ধান, শিমুল তুলা	কুমিল্লা
চিংড়ি মাছ	সাতক্ষীরা	নদীর মাছ	ভোলা
পুকুরের মাছ	ময়মনসিংহ	নারিকেল	বাগেরহাট

Food Outlook-2025

পণ্য	উৎপাদন	আমদানি	রপ্তানি
গম	চীন	মিসর	রাশিয়া
ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র	মেক্সিকো	যুক্তরাষ্ট্র
ধান	ভারত	-	ভারত
চিনি	ব্রাজিল	-	-

- বিশ্বে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান - ৩য় এবং গম উৎপাদনে - ৮ম।
- স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে- ২য়, চাষের মাছ উৎপাদনে- ৫ম।
- সামুদ্রিক মাছ উৎপাদনে- ১৪তম।

বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০২৫

প্রতিবেদন প্রকাশ করে	জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)
বিশ্বের মোট জনসংখ্যা	৮২৩.২০ কোটি
নারী প্রতি প্রজনন	২.২ জন
নারী প্রতি প্রজনন হার	সর্বাধিক: শাদ, সোমালিয়া ও কঙ্গো। সর্বনিম্ন: হংকং ও ম্যাকাও
গড় আয়ু	পুরুষ: ৭১ বছর এবং নারী: ৭৬ বছর
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	সর্বাধিক দেশ - নাইজার, সর্বনিম্ন - হংকং
জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম দেশ	ভারত (১৪৬.৩৯ কোটি), দ্বিতীয় - চীন (১৪১.৬১ কোটি)
সার্কভুক্ত দেশে জনসংখ্যায়	শীর্ষ দেশ - ভারত, সর্বনিম্ন দেশ - মালদ্বীপ
সার্কভুক্ত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	সর্বাধিক- আফগানিস্তান, সর্বনিম্ন- ভুটান
জনসংখ্যায় বাংলাদেশের অবস্থান	৮ম (মোট জনসংখ্যা - ১৭ কোটি ৫৭ লাখ)

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন-২০২৫

সূচকে শীর্ষ দেশ***	আইসল্যান্ড
সূচকে সর্বনিম্ন দেশ	দক্ষিণ সুদান
মাথাপিছু আয়ে শীর্ষ দেশ (ক্রয় ক্ষমতায়)	লিচেনস্টাইন
মাথাপিছু আয়ে সর্বনিম্ন দেশ	দক্ষিণ সুদান
গড় আয়ুতে শীর্ষ দেশ	মোনাকো
গড় আয়ুতে সর্বনিম্ন দেশ	নাইজেরিয়া
সার্কভুক্ত দেশে প্রতিবেদনে শীর্ষ দেশ	শ্রীলঙ্কা
সার্কভুক্ত দেশে মাথাপিছু আয় ও গড় আয়ুতে শীর্ষ দেশ	মালদ্বীপ
সার্কভুক্ত দেশে মাথাপিছু ও গড় আয়ুতে সর্বনিম্ন দেশ	আফগানিস্তান

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন-২০২৫ এ বাংলাদেশ

অবস্থান	১৩০তম	মাথাপিছু আয় (ক্রয় ক্ষমতায়)	৮,৪৯৮ মা. ডলার
সূচক	০.৬৮৫	দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস	১৮.৭%
গড় আয়ু	৭৪.৭ বছর (পুরুষ: ৭৩.০ বছর; নারী: ৭৬.৪ বছর)		
মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ	০.৭ টন		
শ্রম শক্তিতে অংশ গ্রহণের হার	পুরুষ-৮০.৮%, নারী ৪৩.৪%		

- ব্যবহারের দিক থেকে শীর্ষ ভাষা - ইংরেজি।
- মাতৃভাষা ব্যবহারের দিক থেকে শীর্ষ ভাষা - মান্দারিন।
- ব্যবহারের দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান - সপ্তম।
- মাতৃভাষার দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান - পঞ্চম।

MCQ Practice (Part-09)

- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি নারী শ্রমিক শ্রেরণ করে-
ক. সৌদি আরব খ. কাতার গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. ওমান উত্তর:ক
- জেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক. সৌদি আরব খ. রাশিয়া গ. ভেনেজুয়েলা ঘ. যুক্তরাষ্ট্র উত্তর:ঘ
- ছাদু পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক. ১ম খ. ২য় গ. ৫ম ঘ. ১৪তম উত্তর:খ
- ২০২৫ সালে অল্প আমদানীতে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক. ভারত খ. ইউক্রেন গ. কাতার ঘ. সৌদি আরব উত্তর:খ

খেলাধুলা

ব্যালন ডি'অর ২০২৪ (Ballon d'Or 2024)

বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার***	রদ্রি (স্পেন/ম্যানচেস্টার সিটি)
বর্ষসেরা নারী ফুটবলার	আইতানা বোনমাতি (স্পেন/বার্সেলোনা)
বর্ষসেরা স্ট্রাইকার (গার্ড মুলার ট্রফি)	কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স/রিয়াল মাদ্রিদ) এবং হারি কেইন (ইংল্যান্ড/বায়ার্ন মিউনিখ)***

- ব্যালন ডি'অর (বাল্লো দর) চালু হয় - ১৯৫৬ সালে।
- চালুকারী দেশ - ফ্রান্স।
- ১৯৫৬ সালে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয় - স্ট্যানলি ম্যাথিউস (ইংল্যান্ড)
- পুরস্কারদাতা - ফরাসি ক্রীড়া সাময়িকী 'ফ্রঁস ফুতবোল'।***
- সর্বাধিক ব্যালন ডি'অর বিজয়ী - লিওনেল মেসি (৮ বার)



হামজা চৌধুরী

- পরিচিতি - বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাজ্যের পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়।
- বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে খেলার আনুষ্ঠানিক অনুমতি পেয়েছেন - ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪।
- বর্তমান ক্লাব - ইংল্যান্ডের শেফিল্ড ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাব (লেস্টার সিটি হতে ধারে)
- দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ইউরোপের ক্লাবে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া খেলোয়াড় - হামজা চৌধুরী
- সম্প্রতি দেওয়ান হামজা চৌধুরী বাংলাদেশে আসেন - ১৭ মার্চ, ২০২৫।
- বাংলাদেশের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলেন - ভারতের বিপক্ষে (২৫ মার্চ, ২০২৫)

ক্রিকেট

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বর্তমান সভাপতি	আমিনুল ইসলাম বুলবুল
বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান কোচ (পুরুষ)	ফিলিপ ভেরন্ট সিমন্স (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ	হাসান তিলকারত্নে
জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের	ওয়ানডে
অধিনায়ক	টি-টোয়েন্টি
জাতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের	টি-টোয়েন্টি
অধিনায়ক	ওয়ানডে
	টেস্ট
	নিগার সুলতানা জ্যোতি
	লিটন কুমার দাস
	মেহেদি হাসান মিরাজ
	নাজমুল হাসান শান্ত

ফুটবল

জাতীয় ফুটবল দলের কোচ	হাবিয়ার কাবেরেরা (স্পেন)
প্রমীলা ফুটবল দলের অধিনায়ক	সাবিনা খাতুন
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাবুফে) সভাপতি	তাবিথ আওয়াল

২০২৫ সাফ অনূর্ধ্ব-২০

সময়	১১-২১ জুলাই, ভেন্যু: বাংলাদেশ
চ্যাম্পিয়ন	বাংলাদেশ (৫ম বারেরমতো)
রানার্সআপ	নেপাল

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫

- চ্যাম্পিয়ন - দক্ষিণ আফ্রিকা (৫ উইকেটে জয়ী)
- রানার আপ - অস্ট্রেলিয়া। সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী - জো রুট, ইংল্যান্ড (১৯৬৮)
- সর্বাধিক উইকেটধারী - প্যাট কামিন্স (৮০)

৯ম চ্যাম্পিয়ন ট্রফি- ২০২৫

আয়োজক দেশ	পাকিস্তান
অনুষ্ঠিত হয়	সংযুক্ত আরব আমিরাত
চ্যাম্পিয়ন হয়	ভারত (৩য় বার)
রানার্স আপ	নিউজিল্যান্ড
ম্যাচ সেরা হয়	রোহিত শর্মা (ভারত)
টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড়	রাচিন রবীন্দ্র (নিউজিল্যান্ড)
সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী	রাচিন রবীন্দ্র (নিউজিল্যান্ড)
সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহকারী	ম্যাট হেনরি (১০টি), নিউজিল্যান্ড

প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪

- আয়োজন - ৩৩তম (গ্রীষ্মকালীন) সময় - ২৬ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট, ২০২৪।
- স্বাগতিক দেশ - প্যারিস, ফ্রান্স। মাঞ্চট - দ্য ফ্রিজ।
- নীতিবাক্য - সবার জন্য উন্মুক্ত গেমস (Games Wide Open)।
- থিম (Theme) - ড. মুহাম্মদ ইউনুসের 'Social Business'
- সর্বোচ্চ পদক বিজয়ী - যুক্তরাষ্ট্র** (১২৬টি)
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক বিজয়ী - চীন (৯১টি)
- ফুটবল দলগত স্বর্ণ বিজয়ী দেশ - স্পেন (পুরুষ), যুক্তরাষ্ট্র (মহিলা)।
- অলিম্পিকের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি স্বর্ণ জয়ী ব্যক্তি - সাঁতারু মাইকেল ফেলপস, যুক্তরাষ্ট্র (২৩টি)



PARIS 2024



অনূর্ধ্ব-১৯ নারী টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৫

- আয়োজন - দ্বিতীয়। সময়কাল - ১৮ জানুয়ারি-২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।
- অংশগ্রহণকারী দল - ১৬টি। স্বাগতিক - মালয়েশিয়া।
- চ্যাম্পিয়ন - ভারত। রানার্স আপ - দক্ষিণ আফ্রিকা।
- সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী - গঙ্গাধি ত্রিশা (ভারত)।
- সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী - বৈষ্ণবী শর্মা (ভারত)।

টেনিস (গ্র্যান্ডস্লাম টুর্নামেন্ট)

টুর্নামেন্ট	পুরুষ	নারী
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ২০২৫	জ্যানিক সিনার	ম্যাডিসন কিস
ইউএস ওপেন ২০২৪	জ্যানিক সিনার	আরিয়ানা সাবালেকা
ফ্রেন্স ওপেন ২০২৫	কার্লোস আলকারাজ	কোকো গফ
উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২৫	জ্যানিক সিনার	ইগা সোইটেক

আগাম আসরগুলো (প্রতি বছর ১/২ টি প্রশ্ন থাকে)***

তম	টুর্নামেন্ট	সাল	আয়োজক
২৪তম	বিশ্বকাপ ফুটবল	২০৩০	৩টি মহাদেশের ৬টি দেশে (আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো)
২৫তম	বিশ্বকাপ ফুটবল	২০৩৪	সৌদি আরব
১১তম	নারী ফুটবল বিশ্বকাপ	২০৩১	যুক্তরাষ্ট্র
১৯তম	এশিয়া কাপ ফুটবল	২০২৭	সৌদি আরব

তম	ক্রিকেট টুর্নামেন্ট	সাল	আয়োজক
১৪তম	বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০২৭	দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ে
১৫তম	বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০৩১	বাংলাদেশ (সহ আয়োজক ভারত)

তম	টি-২০ বিশ্বকাপ	সাল	আয়োজক
১০তম	টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৬	ভারত
১১তম	টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৮	অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
১২তম	টি-২০ বিশ্বকাপ	২০৩০	ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড
১০ম	নারী টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৬	ইংল্যান্ড ও ওয়েলস

তম	অলিম্পিক গেমস	সাল	আয়োজক
৩৪তম	গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	২০২৮	লস অ্যাঞ্জেলেস, যুক্তরাষ্ট্র
৩৫তম	গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	২০৩২	ব্রিজবেন, অস্ট্রেলিয়া
২৫তম	শীতকালীন অলিম্পিক	২০২৬	মিলান এবং কর্টিনা, ইতালি
২৬তম	শীতকালীন অলিম্পিক	২০৩০	ফরাসি আল্পস, ফ্রান্স
২৭তম	শীতকালীন অলিম্পিক	২০৩৪	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

তম	এশিয়ান গেমস	সাল	আয়োজক
২০তম	এশিয়ান গেমস	২০২৬	নাগোয়া, জাপান
২১তম	এশিয়ান গেমস	২০৩০	দোহা, কাতার
২২তম	এশিয়ান গেমস	২০৩৪	রিয়াদ, সৌদি আরব

তম	শিরোপার নাম	সাল	আয়োজক
১০ম	আইসিসি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি	২০২৭	ভারত

তম	আসরের নাম	সাল	আয়োজক
২৩তম	কমনওয়েলথ গেমস	২০২৬	ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল

যততম আসর	২৩তম আসর
আয়োজক দেশ	৩টি (যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো)
অংশগ্রহণ করবে	৪৮ টি দেশ (৬টি কনফেডারেশন থেকে)
ভেন্যু	১৬টি
ফাইনাল ম্যাচ	মেটলাইফ স্টেডিয়াম, নিউইয়র্ক
মোট ম্যাচ হবে	১০৪টি

- ২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করবে - কানাডা।

খেলাধুলা সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য

- ACC Emerging Teams Asia Cup 2024 এ চ্যাম্পিয়ন দেশ- আফগানিস্তান (প্রথম বার)
- ফিফা ২১তম ক্লাব বিশ্বকাপ-২০২৫ এ চ্যাম্পিয়ন ক্লাব- চেলসি; রানার্স আপ- পিএসজি।
- ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৫ লাখ রান করে - ইংল্যান্ড।
- আইসিসি নারী টি-২০ বিশ্বকাপে সেরা একাদশে স্থান পাওয়া বাংলাদেশি ক্রিকেটার - নিগার সুলতানা জ্যোতি।
- বাংলাদেশের যে দল প্রথমবারের মতো হকি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে - অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল
- দাবায় বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাস্টার - মনন রেজা নীড়।
- দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে প্রথম বাংলাদেশি নারী রেফারি হিসেবে ম্যাচ পরিচালনা করেন - সালমা আকতার মনি।
- নারী ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে প্রথম সেঞ্চুরি করেন - ফারজানা হক।
- অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের বিজয়ী অধিনায়ক - আজিজুল হাকিম তামিম।
- নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশীপ-২০২৪ এ বাংলাদেশ দলের বিজয়ী অধিনায়ক ছিলেন - সাবিনা খাতুন
- আন্তর্জাতিক পেশাদার বক্সিং এ বাংলাদেশের প্রথম স্বর্ণপদক জয়লাভ করেন - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুরোকৃষ্ণ চাকমা।
- সম্প্রতি ২০২৫ সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে এশিয়া কাপ আর্চারিতে স্বর্ণ পদক লাভ করেন - আব্দুর রহমান আলিফ (প্রথম ছিলেন - রোমান সানা)
- বাংলাদেশের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন - নাজমুল হাসান শান্ত।

- ৭ম নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২৪ এর চ্যাম্পিয়ন দেশ – বাংলাদেশ।
- ACC অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ২০২৪ এর চ্যাম্পিয়ন দেশ – বাংলাদেশ (২য় শিরোপা)
- ৯ম নারী টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৪ এর চ্যাম্পিয়ন দেশ – নিউজিল্যান্ড।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে টেনিসে 'হোয়াইট ব্যাজ' এর স্বীকৃতি লাভ করেন – মাসফিয়া আফরিন।

MCQ Practice (Part-10)

- অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশীপ-২০২৪ চ্যাম্পিয়ন দেশ-
ক. বাংলাদেশ খ. ভারত গ. আরব আমিরাত ঘ. শ্রীলঙ্কা **উত্তর:ক**
- ২০৩১ সালে ১৫তম বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আয়োজক দেশ-
ক. অস্ট্রেলিয়া খ. ইংল্যান্ড গ. দক্ষিণ আফ্রিকা ঘ. বাংলাদেশ **উত্তর:ঘ**
- প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪ এর সর্বোচ্চ পদকজয়ী দেশ-
ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. চীন গ. রাশিয়া ঘ. ফ্রান্স **উত্তর:ক**
- বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের শতবর্ষ পালিত হবে কত সালে?
ক. ২০২৬ খ. ২০২৮ গ. ২০৩০ ঘ. ২০৩৪ **উত্তর:গ**
- ২০২৭ সালে ১৪তম বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আয়োজক দেশ নয়?
ক. দক্ষিণ আফ্রিকা খ. জিম্বাবুয়ে গ. কেনিয়া ঘ. নামিবিয়া **উত্তর:গ**
- সম্প্রতি দাবায় সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক খেতাব লাভ করেন কে?
ক. আজিজুল হাকিম খ. ফারজানা হক গ. রাজিব হোসেন ঘ. মনন রেজা নীড় **উত্তর:ঘ**

পদক ও পুরস্কার

নোবেল পুরস্কার- ২০২৪

- প্রতিবছর নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়- অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার থেকে।
- ২০২৪ সালে নোবেল লাভ করে – মোট ১১ জন ব্যক্তি (১০ পুরুষ ও ১ জন মহিলা) ও ১টি সংস্থা (নিহন হিদানকায়ো)।
- প্রতিটি নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য- ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা।



বিষয়	নাম	দেশ	অবদান
চিকিৎসা	ভিক্টর অ্যামব্রোজ	যুক্তরাষ্ট্র	মাইক্রো আরএনএ আবিষ্কার এবং পোস্ট ট্রান্সক্রিপশন জিন নিয়ন্ত্রণে ভূমিকার জন্য।
	গ্যারি রুভকুন	যুক্তরাষ্ট্র	
রসায়ন	ডেভিড বেকার	যুক্তরাষ্ট্র	'কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইনের জন্য' ডেভিড বেকারকে এবং 'প্রোটিন গঠনের পূর্বাভাসের জন্য' যৌথভাবে ডেনিস হ্যাস্‌সাবিস ও জন এম জাম্পারকে।
	ডেনিস হ্যাস্‌সাবিস	যুক্তরাজ্য	
	জন এম জাম্পার	যুক্তরাষ্ট্র	
পদার্থবিদ্যা	জন হোপফিল্ড	যুক্তরাষ্ট্র	কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিং সম্ভবপর করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য।
	জিওফ্রে ই হিন্টন	কানাডা	

অর্থনীতি	ড্যারন অ্যাসেমোথু	তুরস্ক- যুক্তরাষ্ট্র	কীভাবে প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় এবং সমৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে তা নিয়ে গবেষণার জন্য।
	সাইমন জনসন	যুক্তরাষ্ট্র	
	জেমস এ রবিনসন	যুক্তরাষ্ট্র	
সাহিত্য	হান কাং	দক্ষিণ কোরিয়া	'গভীর কাব্যিক গদ্য, যা ঐতিহাসিক আঘাতগুলোকে উন্মোচন করে এবং মানবজীবনের ভঙ্গুরতাকে সামনে আনে'- এই অনন্য লেখনী শৈলীর জন্য তাঁকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
শান্তি	'নিহন হিদানকায়ো' নামক সংগঠন	জাপান প্রতিষ্ঠা- ১৯৫৬	'পরমাণু অস্ত্রমুক্ত একটি বিশ্ব গড়ার প্রচেষ্টা এবং পরমাণু অস্ত্র আর কখনো ব্যবহার করা যে উচিত নয়, সেটি প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য' সংগঠনটিকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

হান কাং

- এশিয়ায় প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত নারী এবং বিশ্বে ১৮তম সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী নারী - হান কাং।
- ২০১৬ সালে যে গ্রন্থের জন্য 'আন্তর্জাতিক বুকস পুরস্কার' লাভ করেন - The Vegetarian.

আন্তর্জাতিক বুকস পুরস্কার ২০২৫		বুকস পুরস্কার ২০২৪	
লাভ করেন	বানু মুশতাক	লাভ করেন	সামান্থা হার্ভে (যুক্তরাজ্য)
যে উপন্যাসের জন্য	Heart Lamp (কান্নাড়া ভাষায়)	যে উপন্যাসের জন্য	অরবিটাল (Orbital)
পুরস্কার দেওয়া হয়	২০০৫ সাল থেকে	পুরস্কার দেওয়া হয়	১৯৬৯ সাল থেকে

- ২০২৩ সালে বুকস পুরস্কার লাভ করেন- পল লিঞ্চ ('প্রফেট সং' এর জন্য লাভ করেন)
- ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ও সাহিত্যের নোবেল বলা হয় - বুকস পুরস্কারকে (দেওয়া হয়- যুক্তরাজ্য থেকে)

পুলিৎজার পুরস্কার ২০২৫

- সাংবাদিকতার নোবেল খ্যাত পুলিৎজার পুরস্কার যুক্তরাষ্ট্র প্রদান করে- ১৯১৭ সাল থেকে।

পাবলিক সার্ভিস	ProPublica
ব্রেকিং নিউজ রিপোর্টিং	The Washington Post
তদন্তমূলক প্রতিবেদন	Reuters
স্থানীয় প্রতিবেদন	The New York Times
জাতীয় প্রতিবেদন	The Wall Street Journal
আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন	The New York Times

MCQ Practice (Part-11)

১. সম্প্রতি সাহিত্যে নোবেল বিজয় হান কাং এশিয়ার কততম নারী নোবেল বিজয়ী?
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয় গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ উত্তর:ক
২. ২০২৪ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীরা কোন বিষয়ে গবেষণা করেছেন?
ক. বেকারত্ব হ্রাস খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন
গ. আর্থিক বাজারের প্রবৃদ্ধি ঘ. কর ব্যবস্থা উন্নয়নে উত্তর:খ
৩. সম্প্রতি ২০২৪ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার কে পেয়েছে-
ক. গ্রীনপিস খ. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল
গ. জাতিসংঘ ঘ. নিহন হিদানকায়ো উত্তর:ঘ
৪. ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক বুক পুরস্কার লাভ করেন-
ক. জেনি এরপেনবেক খ. সামাছা হার্ভে
গ. অ্যাঞ্জেলা রোডেল ঘ. জর্জি গসপদিনভ উত্তর:ক

৯৭তম অস্কার (অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড) ২০২৫

- সেরা চলচ্চিত্র - আনোরা (Anora)। সেরা পরিচালক - শন বেকার (আনোরা)
- সেরা অভিনেতা - এড্রিয়েন ব্রোডি (দ্য ক্রটালিস্ট)
- সেরা অভিনেত্রী - মিকি ম্যাডিসন (আনোরা)

সাল	তম	পুরস্কার প্রাপ্ত চলচ্চিত্র
২০২৫	৯৭তম	আনোরা (Anora)
২০২৪	৯৬তম	ওপেনহাইমার***
২০২৩	৯৫তম	Everything Every Where All at Once

- প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে দুইবার অস্কার জিতেন যে নারী - রুথই কার্টার।
- অস্কারের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি যিনি একই চলচ্চিত্রের জন্য চারটি বিভাগে পুরস্কার লাভ করেন - শন বেকার।

৭৮তম কান চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৫

- স্বর্ণপাম বিজয়ী - ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট (পরিচালক - জাফর পানাহি)
- সেরা পরিচালক - ক্লেবার মেনডোরসে ফিল (দ্য সিক্রেট এজেন্ট)
- ৭৮তম কান আসরে উল্লেখযোগ্য ছবি হিসেবে স্বীকৃতি পায় - আদনান আল রাজীব পরিচালিত বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা 'আলী'।

স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৫

- রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার - স্বাধীনতা পুরস্কার।
- পুরস্কার প্রবর্তন - ১৯৭৭ সালে। প্রবর্তক - জিয়াউর রহমান।
- পুরস্কার প্রদান করে- সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় (২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসে)
- ২০২৫ সালে পুরস্কার লাভ করেন- ৭ জন। অর্থমূল্য- ৫ লক্ষ টাকা।

বিশিষ্ট ব্যক্তি	অবদানের বিষয়
মোহাম্মদ মাহবুবুল হক খান ওরফে আজম খান	মুক্তিযুদ্ধ ও সংস্কৃতি
অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম (মরণোত্তর)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ (মরণোত্তর)	সাহিত্য
নভেরা আহমেদ (মরণোত্তর)	সংস্কৃতি
স্যার ফজলে হাসান আবেদ (মরণোত্তর)	সমাজসেবা
বদরুদ্দীন মোহাম্মদ ওমর	শিক্ষা ও গবেষণা
আবরার ফাহাদ (মরণোত্তর)	প্রতিবাদী তারুণ্য

শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (মরণোত্তর) ২০০৩ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৬ সালে তৎকালীন সরকার হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে তাঁর এই পদক বাতিল করে। ১১ মার্চ, ২০২৫ হাইকোর্ট পুনরায় ২০১৬ সালের রায়কে বাতিল করে তাঁর এই পদক ফিরিয়ে দেন।

একুশে পদক- ২০২৫

- রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার - একুশে পদক।
- পুরস্কার প্রবর্তন - ১৯৭৬ সালে। প্রবর্তক - জিয়াউর রহমান।
- পুরস্কার প্রদান করে- সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়। অর্থমূল্য- ৪ লক্ষ টাকা।
- ২০২৫ সালে পুরস্কার লাভ- ১৭ জন ব্যক্তি ও জাতীয় নারী ফুটবল দল।

বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান	অবদানের বিষয়	বিশিষ্ট ব্যক্তি	অবদানের বিষয়
আজিজুর রহমান (মরণোত্তর)	শিল্পকলা (চলচ্চিত্র)	ড. শহীদুল আলম	সংস্কৃতি ও শিক্ষা
উস্তাদ নীরদ বরণ বড়ুয়া (মরণোত্তর)	শিল্পকলা (সংগীত)	ড. নিয়াজ জামান মেহেদী হাসান খান	শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
ফেরদৌস আরা			
নাসির আলী মামুন	শিল্পকলা (আলোকচিত্র)	মাহফুজ উল্লা (মরণোত্তর)	সাংবাদিকতা
রোকেয়া সুলতানা	শিল্পকলা (চিত্রকলা)	মঈদুল হাসান	গবেষণা
মাহমুদুর রহমান	সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার	হেলাল হাফিজ (মরণোত্তর)	ভাষা ও সাহিত্য
মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী (মরণোত্তর)	সমাজসেবা	শহীদুল জহির (মরণোত্তর)	
বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল	ক্রীড়া		

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার- ২০২৪

বিষয়	ব্যক্তি	বিষয়	ব্যক্তি
কবিতা	মাসুদ খান	বিজ্ঞান	রেজাউর রহমান
প্রবন্ধ/গদ্য	সলিমুল্লাহ খান	অনুবাদ	জি এইচ হাবীব
নাটক ও নাট্যসাহিত্য	গুতাশিস সিনহা	গবেষণা	মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া
ফোকলোর	সৈয়দ জামিল আহমেদ		

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক-২০২৫

- প্রদান করে ২০২১ সাল থেকে- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।
- পুরস্কার প্রদান - দুই বছর পর পর। অর্থমূল্য - ৪ লক্ষ টাকা।

জাতীয় শ্রেণিতে	ভাষা বিজ্ঞানী ও ভাষা গবেষক অধ্যাপক আবুল মনসুর মুহম্মদ আবু মুসা।
আন্তর্জাতিক শ্রেণিতে	জোসেফ ডেভিড উইন্টার (ইংল্যান্ড) বাংলাদেশ দূতাবাস, প্যারিস।

পুরস্কার নিয়ে বিবিধ তথ্য

- ২০২৫ সালে নজরুল পুরস্কার লাভ করেন- অধ্যাপক আনোয়ারুল হক ও শবনম মুশতারী।
- ২০২৫ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন - ড. অসীম দত্ত ও এ এম এম মহীউজ্জামান চৌধুরী
- ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক বুক পুরস্কার লাভ করেন - জেনি এরপেনবেক ও মাইকেল হফম্যান (Kairos উপন্যাসের জন্য)
- ২০২৪ সালে সমাজ, নারী শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান রাখায় 'রোকেয়া পদক' লাভ করেন - ৪ জন নারী (পারভীন হাসান, তাসলিমা আখতার, রাণী হামিদ এবং শিরিন পারভীন হক)
- যুক্তরাষ্ট্রের 'সিলভার স্টেডি অ্যাওয়ার্ড ২০২৫' লাভ করেন - তাসরুজ্জামান বাবু।

বাংলাদেশের বিভিন্ন পদের প্রধান

প্রধান	ব্যক্তি	তম
প্রধান বিচারপতি ***	সৈয়দ রেফাত আহমেদ	২৫তম
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর **	আহসান এইচ মনসুর	১৩তম
অ্যাটর্নি জেনারেল (রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা)	মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান	১৭তম
জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান	জুবায়ের রহমান চৌধুরী	-
আইন কমিশনের চেয়ারম্যান	জিনাত আরা	-
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC)	অধ্যাপক ড. এস এম এ ফয়েজ	১৫তম
সরকারি কর্মকমিশনের (BPSC) চেয়ারম্যান	মোবাহ্বেদ মোনেম	১৪তম
দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান **	ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন	-
প্রধান নির্বাচন কমিশনার ***	এ এম এম নাসির উদ্দীন	১৪তম
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান	মো. আব্দুর রহমান খান	-
BIDA'র নির্বাহী চেয়ারম্যান	আশিক চৌধুরী	-
বাংলা একাডেমির সভাপতি **	এ কে ফজলুল হক	২৩তম
বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক	মোহাম্মদ আজম	১৯তম
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান	ওয়াকার-উজ-জামান	১৮তম
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান	মোহাম্মদ নাজমুল হাসান	১৭তম
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান	হাসান মাহমুদ খান	১৬তম
পুলিশের প্রধান পরিদর্শক (IGP)	বাহারুল আলম	৩৩তম
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB)	আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী	-
BGMEA এর সভাপতি	মাহমুদ হাসান খান	-
জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি	সালাউদ্দীন নোমান চৌধুরী	১৭তম
বাংলাদেশের বর্তমান অর্থ সচিব	খায়েরুজ্জামান মজুমদার	-

বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ***

সংস্থা	প্রধান	দেশ
জাতিসংঘ (UN)**	অ্যান্টোনিও গুতেরেস (৯ম মহাসচিব)	পর্তুগাল
বিশ্বব্যাংক (WB)**	অজয় বাগা, ১৪ তম (ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক)	যুক্তরাষ্ট্র
OIC **	হুসেইন ইব্রাহীম তাহা (১২তম)	শাদ/চাদ
কমনওয়েলথ	শার্লি আয়োরকর বোচওয়ে, ৭ম	ঘানা
BIMSTEC	ইন্দ্রা মনি পাভে	ভারত
IMF **	ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা	বুলগেরিয়া
UNESCO	আন্দ্রে আজুলে	ফ্রান্স
NATO	মার্ক রুটে (১৪তম)	নেদারল্যান্ডস
ASEAN	কাউ কিম হাওরন (১৫তম)	কম্বোডিয়া
সার্ক (SAARC)	গোলাম সারওয়ার (১৫তম)*	বাংলাদেশ
আরব লীগ	আহমেদ আবুল ঘেইত	মিশর
ফিফা (FIFA)	জিয়ান্না ইনফান্তিনো	সুইজারল্যান্ড
আইসিসি চেয়ারম্যান	জয় শাহ	ভারত
FAO	কিউ দানগিউ	চীন
D-8 **	ইসিয়াকা আব্দুল কাদির ইমাম	নাইজেরিয়া
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল	অ্যাগনেস কালামার্ড	ফ্রান্স
WHO - মহাপরিচালক	তেদেরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস (৯ম)	ইথিওপিয়া
WTO (ডব্লিউটিও)	গোজী ওকোনজো উইয়ালা	নাইজেরিয়া
ইউরোপীয় কমিশন	উরসুলা ভন ডার লিয়েন	জার্মানি
নিউজিল্যান্ড	হাইতাম আল ঘাইস	কুয়েত
ACU'র চেয়ারম্যান	আহসান এইচ মনসুর	বাংলাদেশ

BIMSTEC এর বর্তমান চেয়ারম্যান - ড. মুহাম্মদ ইউনুস (বাংলাদেশ)

বাংলাদেশ ও মিয়ানমার ইস্যুতে মধ্যস্থতাকারী সংস্থা - UNHCR.

আন্তর্জাতিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন ২০২৫-২৬

নাম	তম	সময়কাল	স্থান
BRICS **	১৭তম	৬-৭ জুলাই, ২০২৫	রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল
G-7 ***	৫১তম	১৬-১৭ জুন, ২০২৫	কানানাসকি, আলবার্টা, কানাডা
	৫২তম	২০২৬	ইভিয়ান লেসবিয়ান, ফ্রান্স
G-20 **	২০তম	২২-২৩ নভেম্বর, ২০২৫	জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা
	২১তম	২০২৬	যুক্তরাষ্ট্র
D-8 **	১২তম	২০২৬/২০২৭	ইন্দোনেশিয়া
কমনওয়েলথ	২৮তম	২০২৬	অ্যান্টিগুয়া এন্ড বারমুডা
OIC	১৬তম	২০২৬	বাকু, আজারবাইজান

NATO **	৩৪তম	২৪-২৫ জুন, ২০২৫	হেগ, নেদারল্যান্ডস
	৩৫তম	২০২৬	তুরস্ক
NDB	১০ম	৪-৫ জুলাই, ২০২৫	রিও ডি জেনেরিও, ব্রাজিল
ইন্টারপোল	৯৩তম	২৪-২৭ নভেম্বর, ২০২৫	মারাকেচ, মরক্কো
ASEAN	৪৬তম	২৬-২৭ মে, ২০২৫	কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া
BIMSTEC	৬ষ্ঠ	২-৪ এপ্রিল, ২০২৫	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

৯-১৩ জুন, ২০২৫ 'জাতিসংঘ মহাসাগর সম্মেলন' হয় - নিস, ফ্রান্স।

আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য ও সর্বশেষ দেশ

নাম	সদস্য	সর্বশেষ সদস্য	সময়
WTO*	১৬৬	পূর্ব তিমুর	৩০ আগস্ট, ২০২৪
OPEC**	১২	কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	২০১৮
NATO**	৩২	সুইডেন	৭ মার্চ, ২০২৪
AU	৫৫	দক্ষিণ সুদান	২০১৭
EU	২৭	ক্রোয়েশিয়া	২০১৩
UNESCO	১৯৪	ফিলিস্তিন	২০১৮
বিশ্বব্যাংক **	১৮৯	নাউরু	-
IMF **	১৯১	লিচেনস্টাইন	২১ অক্টোবর, ২০২৪
IAEA	১৮০	সোমালিয়া	১৫ নভেম্বর, ২০২৪
LDC***	৪৪	সর্বশেষ বের হয়- সাওটোমে এন্ড প্রিন্সিপে	১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪
FAO	১৯৭	ব্রুনাই, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ সুদান	-
WHO	১৯৪	দক্ষিণ সুদান	
INTERPOL	১৯৬	পালাউ	২৮ নভেম্বর, ২০২৩
BRICS*	১০	ইন্দোনেশিয়া	৭ জানুয়ারি, ২০২৪
NDB **	৯	আলজেরিয়া	১৯ মে, ২০২৫
D-8 ***	৯	আজারবাইজান	১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪
ADB	৬৯	ইসরায়েল	২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
SCO **	১০টি	বেলারুশ	জুলাই, ২০২৩
G-20***	২১টি	আফ্রিকান ইউনিয়ন	৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
ICC **	১২৫	ইউক্রেন	১ জানুয়ারি, ২০২৫
NAM**	১২১	দক্ষিণ সুদান	১৭ জানুয়ারি, ২০২৪
AIIB***	১০০	জিবুতি	৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
IPU**	১৮১	জ্যামাইকা	১৪ অক্টোবর, ২০২৪
ACU	১১	মরিশাস	২০২৪
IDA	১৭৫	সুরিনাম	১৮ অক্টোবর, ২০২৪

- সম্প্রতি ২ জুলাই, ২০২৫ আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) কে সহযোগিতা
প্রদান করেছে - ইরান।

বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	অবস্থান	দৈর্ঘ্য (কিমি)
কর্ণফুলী টানেল	আনোয়ারা-পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	৩.৩২
পদ্মা সেতু	মাওয়া-জাজিরা	৬.১৫
মেট্রোরেল	উত্তরা-মতিঝিল অংশ	২০.১
ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	কাওলা-ফার্মগেট অংশ	১১.৫

- মেট্রোরেলের উত্তরা থেকে কমলাপুর অংশের দৈর্ঘ্য - ২১.২৬ কিলোমিটার।
- ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাওলা থেকে কুতুবখালী অংশের দৈর্ঘ্য - ১৯.৭৩ কিমি।

বিশ্বে বিভিন্ন ঘটনা চালুকালী হিসেবে বাংলাদেশ

5G সেবা চালুকালী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ	৯ম
পরমাণু ক্লাবের এলিট সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ	৩৩তম
দক্ষিণ এশিয়ায় মেট্রোরেল চালুকালী হিসেবে	৩য়
এশিয়ায় মেট্রোরেল চালুকালী দেশ হিসেবে	২২তম
বিশ্বে মেট্রোরেল চালুকালী দেশ হিসেবে	৬০তম
সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ	৪১তম
স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ	৫৭তম
ই-পাসপোর্ট চালুকালী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ	১১৯তম

বিভিন্ন প্রকল্পের ডিজাইনার

প্রকল্পের নাম	ডিজাইনার
মেট্রোরেলের লোগোর ডিজাইনার	আলী আহসান নিশান
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনালের ডিজাইনার	রোহানি বাহারিন
কক্সবাজার আইকনিক রেল স্টেশনের স্থপতি	মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী লোগোর ডিজাইনার	রামেন্দ্র মজুমদার ও প্রদীপ চক্রবর্তী

যমুনা রেল সেতু

- সংযুক্ত করে - টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ জেলাকে। অবস্থিত - যমুনা নদীর ৩০০ মিটার উপরে।
- সেতুর দৈর্ঘ্য - ৪.৮ কিলোমিটার (৩ মাইল)। একনেকে পাস হয় - ৬ ডিসেম্বর, ২০১৬।
- নির্মাণ কাজ শুরু হয় - ১ আগস্ট, ২০২০ সালে। মোট ব্যয় - ১৬ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা।
- নির্মাণ কাজ শেষ হয় - ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ সালে।
- আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন - ১৮ মার্চ, ২০২৫। সহযোগিতায় - জাপানের জাইকা।
- বিশেষত্ব - এটি বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রেল সেতু।
- যমুনা বহুমুখী সড়ক সেতু (৪.৮ কিলোমিটার) উন্মুক্ত করা হয় - ২৩ জুন, ১৯৯৮ সালে।

কর্ণফুলী টানেল

- পরিচিতি - বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল।
- অপর নাম- One city & Two towns. (চীনের সাংহাই নগরের আদলে)
- ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন - ১৪ অক্টোবর, ২০১৬ সালে।
- টানেলের উদ্বোধন - ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ সালে।
- যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয় - ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ সালে।
- যুক্ত করেছে - আনোয়ারা থেকে পতেঙ্গা পর্যন্ত, চট্টগ্রাম।
- যে নদীতে নির্মিত হয় - কর্ণফুলী নদীতে।
- দৈর্ঘ্য - ৩.৩২ কি.মি./৩৩১৫ মিটার (কর্ণফুলি নদীর ১৫০ ফুট নিচ। দিয়ে ২ টিউব বিশিষ্ট টানেল) প্রস্থ - ১০ মিটার।
- নির্মাণকারী, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়কারী প্রতিষ্ঠান - চায়না কমিউনিকেশন গ্র্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ (CCCC), চীন। সহায়তাকারী দেশ - চীন।
- অর্থায়নে - চীনের এক্সিম ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকার।

কর্ণফুলী টানেল নিয়ে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	
টানেলের মোট অ্যাপ্রোজ সড়কের দৈর্ঘ্য	৫.৩৫ কি.মি.
টানেল ভূমিকম্প সহনশীল	৯ মাত্রার
টানেলটি যুক্ত সংযোগ স্থাপন করবে	এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে
দক্ষিণ এশিয়ার নদীর তলদেশের প্রথম ও দীর্ঘতম সড়ক টানেল	কর্ণফুলী টানেল

পদ্মা সেতু (Padma Bridge)

অফিসিয়াল নাম	পদ্মা বহুমুখী সেতু।
অবস্থান	মুন্সিগঞ্জের মাওয়া থেকে শরীয়তপুরের জাজিরা পর্যন্ত
পদ্মা সেতুর সাথে প্রত্যক্ষ জড়িত জেলা	৩টি (মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর ও মাদারীপুর)। আয়ুষ্কাল হবে- ১০০ বছর
দৈর্ঘ্য***	৬.১৫ কিলোমিটার। পিলার - ৪২টি
সংযোগ সেতুসহ মোট দৈর্ঘ্য	৯.৮৩ কি.মি.। স্প্যান- ৪১টি
নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
সংযুক্ত করেছে দেশের	২১টি জেলা।
ভূমিকম্পের সহনশীল মাত্রা	৯ (রিখটার স্কেল)
নকশা করে	AECOM (American Multinational Engineering Firm)
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়**	২৫ জুন, ২০২২

- সেতুর নিরাপত্তার জন্য 'পদ্মা সেনানিবাস' নির্মাণ করা হয়- জাজিরা, শরীয়তপুর।
- পদ্মা সেতুতে পরীক্ষামূলকভাবে Electronic Toll Collection (ETC)
- কার্যক্রম চালু হয়- ৫ জুলাই, ২০২৩।

দেশের প্রথম মনোরেল

- দেশের প্রথম মনোরেল তৈরি হচ্ছে - চট্টগ্রামে। প্রকল্পটির মোট দৈর্ঘ্য - ৫৪ কিলোমিটার।
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান - জার্মান ও মিশরের জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি ওরাসকম এবং আরব কন্ট্রাক্টর গ্রুপ। মোট রুট হবে - ৩টি। প্রকল্পের মোট ব্যয় - ২৫ হাজার কোটি টাকা প্রায়।
- বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান - NAS - Investment & National Bank of Egypt.

মেট্রোরেলের লাইন

২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (DMTCL) ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (JICA) বিভিন্ন মেট্রোরেল লাইন নির্মাণ করবে।

লাইনের নাম	রুট	দৈর্ঘ্য
MRT Line-1	বিমানবন্দর ও পূর্বাচল রুট	৩১.২৪১ কিমি
MRT Line-2	গাবতলী-চট্টগ্রাম রোড	২৪ কিমি
MRT Line-4	কমলাপুর-মদনপুর, নারায়ণগঞ্জ	১৬ কিমি
MRT Line-5	হেমায়েতপুর-ভাটারা	২০ কিমি
MRT Line-6	দিয়াবাড়ি-কমলাপুর	২১.২৬ কিমি

- বিশ্বের প্রথম পাতাল রেল চালু হয় - লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
- বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল লাইন - MRT Line-6
- বাংলাদেশের প্রথম পাতাল রেল লাইন হবে - MRT Line-1
- মেট্রোরেল চালুকালী দেশ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান - তৃতীয় (প্রথম-ভারত ও দ্বিতীয়-পাকিস্তান)

মেট্রোরেল (MRT-6) ***

- উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত উদ্বোধন- ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২।
- আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত উদ্বোধন - ৪ নভেম্বর, ২০২৩।
- রুট - উত্তরা থেকে কমলাপুর, স্টেশন থাকবে - ১৭টি।
- উত্তরা থেকে মতিঝিলের দৈর্ঘ্য- ২০.১ কি.মি।
- উত্তরা থেকে কমলাপুরের দৈর্ঘ্য- ২১.২৬ কি.মি। মোট দৈর্ঘ্য - ২১.২৬ কি. মি.।
- কাজ করছে- ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি (DMTCL)
- নকশা প্রণয়ন ও তৈরি করে- কাওয়াশাকি-মিতসুবিশি কনসোর্টিয়াম, জাপান।
- প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে - বাংলাদেশ সরকার ও জাপানের 'জাইকা'।
- দেশের মেট্রোরেলের প্রথম নারী চালক- মরিয়ম আফিজা
- মেট্রোরেলের জন্য গঠিত পুলিশের বিশেষ ইউনিটের নাম- এমআরটি পুলিশ।
- প্রথম মেট্রোরেল চালু হয়- লন্ডনে (১৮৬৩ সালে)
- মেট্রোরেল ভাড়া আদায়ে যে পদ্ধতি বর্তমানে ব্যবহার করেছে - ক্লোজড লুপ।

দেশের প্রথম পাতাল রেল

- প্রকল্পের নাম- Mass Rapid Transit (MRT) Line-1.
- নির্মাণ ও পরিচালনায়- ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লি.
- সহযোগিতায়- জাপানের JICA প্রকল্প সহায়তা।
- পরামর্শক ও নির্মাণের তত্ত্বাবধান- জাপানের নিগুন কোয়ে কোম্পানি লি.।
- নির্মাণ কাজ উদ্বোধন- ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ সালে।
- নির্মাণ কাজ সমাপ্ত- ২০২৬ সালে। মোট দৈর্ঘ্য- ৩১.২৪১ কি.মি.***।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

- অবস্থান- শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত (বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী)
- সংযোগ সড়কসহ মোট দৈর্ঘ্য- ৪৬.৭৩ কি.মি.। মূল সড়কের দৈর্ঘ্য - ১৯.৭৩ কি. মি.।
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান- ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লি.।
- ভিত্তি প্রস্তর- ৩০ নভেম্বর, ২০১১ সালে।
- কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত চালু হয়- ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সালে।

৩৬ জুলাই এক্সপ্রেসওয়ে

- প্রকল্পের রুট- কুড়িল বিশ্বরোড থেকে পূর্বাচল পর্যন্ত। দৈর্ঘ্য- ১২.৫ কিলোমিটার।
- মোট লেন- ১৪টি (৮টি লেন এক্সপ্রেসওয়ে এবং ৬টি লেন সার্ভিস রোড)।
- একনেকে অনুমোদন- ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

মাতারবাড়িতে প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর ***

- অবস্থিত - কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়িতে
- গভীর সমুদ্রবন্দর চ্যানেল ও প্রথম টার্মিনাল নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন - ১১ নভেম্বর, ২০২৩। পরামর্শক ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠান - নিগুন সিনো কোম্পানি লি., জাপান।
- যে বন্দরের আদলে হবে - জাপানের কাশিমা ও নিগাতা নামের দুটি বন্দরের আদলে।
- অর্থায়নে - জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগি সংস্থা (JICA), বাংলাদেশ সরকার এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এটি দেশের ৪র্থ বন্দর কিন্তু গভীর সমুদ্রবন্দর হিসেবে- প্রথম।
- মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের প্রথম সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প বাতিল করে - ৩১ আগস্ট, ২০২০। মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দর টার্মিনাল চালু হবে- ২০২৬ সালে।

সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা

খাত	সহায়তাকারী
কর্ণফুলী টানেল, তিস্তা মহাপরিকল্পনা, সাবমেরিন তৈরিতে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, পায়রা সমুদ্র বন্দর, পদ্মা রেল সেতু	চীন
মেট্রোরেল, বিগ-বি প্রকল্প, যমুনা রেল সেতু, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্র	জাপান
স্মার্ট পরিচয়পত্র (NID), বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১, ২	ফ্রান্স
ডেল্টা প্র্যান-২১০০/ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০	নেদারল্যান্ডস
ই-পাসপোর্ট, ৫০০ টাকার নোট ছাপানো হয়	জার্মানি

MCQ Practice (Part-12)

১. যমুনা রেল সেতু আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়-
ক. ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ. ১ মার্চ, ২০২৫
গ. ১৮ মার্চ, ২০২৫ ঘ. ১ এপ্রিল, ২০২৫
২. দেশের একক বৃহত্তম রেল সেতুর নাম-
ক. হার্ডিঞ্জ ব্রিজ খ. পদ্মা রেল সেতু গ. শাহ আমানত সেতু ঘ. যমুনা রেল সেতু
৪. দেশের একমাত্র এলিফ্যান্ট ওভার পাস নির্মিত হয়-
ক. কিলংবা খ. লোহাগড়া গ. সন্দ্বীপ ঘ. পায়রা
৫. হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের ডিজাইনার-
ক. আলী আহসান নিশান খ. মোতালিব মিহির
গ. রোহানি বাহারিন ঘ. মো. ফয়েজ উল্লাহ

উত্তর:গ

উত্তর:ঘ

উত্তর:খ

উত্তর:গ

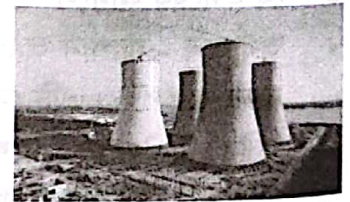
বাংলাদেশের বিদ্যুৎ প্রকল্প

বিদ্যুৎ কেন্দ্র	উৎপাদন ক্ষমতা	উপাদান	অবস্থান
মাতারবাড়ী	১২০০ মেগাওয়াট	কয়লা	মাতারবাড়ী, কক্সবাজার
রামপাল	১৩২০ মেগাওয়াট	কয়লা	রামপাল, বাগেরহাট
পায়রা	১৩২০ মেগাওয়াট	কয়লা	কলাপাড়া, পটুয়াখালী
রূপপুর পারমাণবিক	২৪০০ মেগাওয়াট	ইউরেনিয়াম	রূপপুর, পাবনা

- দেশের উৎপাদনে আসা বৃহত্তম বিদ্যুৎ প্রকল্পের নাম - পায়রা তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প।
- 'আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান - ১৩তম।
- দেশের বৃহত্তম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প অবস্থিত - কক্সবাজার।
- দেশের প্রথম এলএনজি টার্মিনাল নির্মিত হয় - মাতারবাড়ী, কক্সবাজার।
- দেশের প্রথম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নাম - বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র **

- বিশেষত্ব - দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প।
- অবস্থিত - পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে।
- রাশিয়ার সাথে চূড়ান্ত ঋণ চুক্তি হয় - ২০১৫ সালে।
- প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ শুরু হয়- ২ অক্টোবর, ২০১৩ সালে।
- উৎপাদন ক্ষমতা - ২৪০০ মেগাওয়াট।
- প্রথম বার- ১২০০ মেগাওয়াট, দ্বিতীয় বার- ১২০০ মেগাওয়াট।
- নির্মিত হচ্ছে- রাশিয়ার রোসাটোম স্টেট অ্যাটমিক এনার্জি কর্পোরেশনের দায়িত্বে।
- সহায়তা করছে - রাশিয়া। প্রধান জ্বালানী উপাদান - ইউরেনিয়াম ২৩৫।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আয়ুষ্কাল - ৫০ বছর।
- রোসাটম - রাশিয়ার পারমাণবিক বিদ্যুৎ সংস্থা।
- বাংলাদেশ পরমাণু ক্লাবের সদস্য- ৩৩তম দেশ।
- প্রথম রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করে - ১৯৬১ সালে।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য রাশিয়া জ্বালানী হিসেবে ইউরেনিয়াম হস্তান্তর- ৫ অক্টোবর, ২০২৩।



স্বল্পোন্নত দেশ (LDC)

LDC এর পূর্ণরূপ- Least Developed Countries	
জাতিসংঘ সর্বপ্রথম LDC এর তালিকা প্রকাশ করে	১৯৭১ সালে
বাংলাদেশ এলডিসিভুক্ত হয়	১৯৭৫ সালে
ECOSOC এর সুপারিশে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে LDC'র তালিকায় নাম গৃহীত হয়	১৯৭৬ সালে
বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করে	১৬ মার্চ, ২০১৮
বাংলাদেশ LDC থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বের হবে	২৪ নভেম্বর, ২০২৬
বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নে শুদ্ধমুক্ত রপ্তানি সুবিধা পাবে	২০২৯ সাল পর্যন্ত
Trade Related Aspects Intellectual Property Rights (TRIPS) চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে (ঔষধ শিল্পের পেটেন্ট সুবিধা)	১ জুলাই, ২০৩৪ পর্যন্ত
১৯৭১ সালে প্রথমে এলডিসিভুক্ত দেশ ছিল	২৫টি
মোট এলডিসিভুক্ত দেশ ছিল	৫২টি (সর্বশেষ- দক্ষিণ সুদান, ২০১২)
বর্তমানে LDC ভুক্ত দেশ	৪৪টি

LDC ভুক্ত হওয়ার প্রতিষ্ঠাকালীন শর্তসমূহ:

১. গড় আয়ক্ষাল ৫০ বছরের নিচে হতে হবে।
২. মাথাপিছু GDP ৯০০ মার্কিন ডলারের নিচে হতে হবে।
৩. অর্থনৈতিক বহুমুখীকরণের অভাব থাকবে।

LDC থেকে মুক্ত দেশ- ৮টি	
১. বতসোয়ানা (১৯৯৪)	৫. নিরক্ষীয় গিনি (২০১৭)
২. কেপভার্দে (২০০৭)	৬. ভানুয়াতু (২০২০)
৩. মালদ্বীপ (২০১১)	৭. ভুটান (১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩)
৪. সামোয়া (২০১৪)	৮. সাওটোমে এন্ড প্রিন্সিপে (১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ সর্বশেষ বের হয়)

শর্ত ৩টি	মানদণ্ড	বাংলাদেশের অর্জন (২০১৮)	বাংলাদেশের অর্জন (২০২১)
১. মাথাপিছু আয় GNI)	১২৩০ \$	১২৭৪ \$	১৮২৭ \$
২. মানব সম্পদ সূচক	৬৬'র বেশি	৭৩.২	৭৫.৩
৩. অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক	৩২ এর নিচে	২৫.২	২৭.৩

- তিনটি শর্তের যে কোনো ২টি শর্ত পূরণ বা মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ হলে যে কোনো রাষ্ট্র LDC মুক্ত হতে পারবে।
- তিনটি শর্ত পূরণ করে বের হতে যাওয়া একমাত্র দেশ- বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ LDC থেকে মুক্ত হলে ৩টি সুবিধা হারাবে- ১. জিএসপি সুবিধা ২. কপিরাইট সুবিধা, ৩. সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা।

LDC থেকে উত্তরণের পথে যত দেশ	
• বাংলাদেশ, লাওস, নেপাল	২৪ নভেম্বর, ২০২৬
• সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	১৩ ডিসেম্বর, ২০২৭

বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে এলডিসিতে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করে পরবর্তী ১৯৭৫ সালে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নুরুল ইসলামের একান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকায় যুক্ত হয়।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বা ডেল্টা প্ল্যান ২১০০

- বাংলাদেশের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ হচ্ছে-বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের অধীনে General Economic Division (GED) এবং নেদারল্যান্ডস সরকারের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তায় একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত ও সামষ্টিক পরিকল্পনা।
- অফিসিয়াল নাম- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রণয়ন প্রকল্প।
- সহায়তায়- নেদারল্যান্ডস সরকার।
- কারিগরি সহায়তায়- Dutch Bagladeshi BanDuDeltas Consortium and Bangladesh Policy Research Institute. সমঝোতা স্বাক্ষর- ১৬ জুন, ২০১৫।
- মেয়াদ - ২০১৮ - ২১০০ সাল পর্যন্ত। প্রায় ১০০ বছর।
- প্রধান লক্ষ্য- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো।
- ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় হটস্পট রয়েছে- ৬টি স্থান।

ChatGPT (চ্যাটজিপিটি) ****

- বর্তমান প্রযুক্তি দুনিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) আধুনিক সংযোজন হচ্ছে- চ্যাটজিপিটি।
- চ্যাটজিপিটি- একটি চ্যাটবট সিস্টেম বা আলাপচারিতার সফটওয়্যার
- চ্যাটজিপিটি চালু করে- Open AI. পরীক্ষামূলক চালু হয়- ৩০ নভেম্বর, ২০২২।
- চ্যাটজিপিটি স্থায়ী চালু হয়- ১৪ মার্চ, ২০২৩।
- চ্যাটজিপিটি এর উদ্যোক্তা ও প্রোগ্রামার- স্যাম অল্টম্যান।
- Chat GPT পূর্ণরূপ- Chat Generative Pre-trained Transformer
- চ্যাটজিপিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য- মানুষের মতো টেক্সট বা লেখা তৈরির ক্ষমতা।
- চ্যাটজিপিটির আপডেট ভার্সন ছবির বিষয়বস্তু বুঝতে সক্ষম- GPT4
- মাইক্রোসফটের চ্যাটবটের নাম- Copilot (পূর্বনাম- বিং চ্যাটবট)
- গুগলের চ্যাটবটের নাম- Gemini (পূর্বনাম- Bard),
- আলোচিত কিছু AI- বার্ড, ল্যামডা, ALBERT
- প্রথম পশ্চিমা/ইউরোপীয় দেশ হিসেবে চ্যাটজিপিটি নিষিদ্ধ করে- ইতালি।
- মাইক্রোসফট সাইট 'Threads' যাত্রা শুরু করে- ৫ জুলাই, ২০২৩ সালে।
- Threads এর মালিকানা প্রতিষ্ঠান- Meta. বিশ্বের প্রথম AI শিশুর নাম - টংটং।
- বাংলা ভাষার প্রথম চ্যাটজিপিটি 'আলাপচারী' এর নির্মাতা- ফাহিমদুল হাসান।
- AI চালিত যুদ্ধ বিমানের সফল পরীক্ষা চালায় - সুইডেন।

Open AI ***

- পরিচিতি- আমেরিকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণামূলক একটি প্রতিষ্ঠান
- প্রতিষ্ঠা- ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫। প্রতিষ্ঠাতা- স্যাম অল্টম্যান ও ইলন মাস্কসহ অনেকেই।
- সদর দপ্তর- ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।
- Open AI এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)- স্যাম অল্টম্যান।
- কৃত্রিমবুদ্ধিমত্তা গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান Open AI এর প্রতিদ্বন্দ্বী - অ্যানথ্রোপিক।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ উপস্থাপন

- বিশ্বে প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংবাদ উপস্থাপক চালু করে- চীন (সংবাদ মাধ্যম- সিনহুয়া)
- বাংলাদেশের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নাম- অপরাজিতা***
- চালু করে- চ্যানেল-২৪
- চালুর তারিখ- ১৯ জুলাই, ২০২৩
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রণে বিশ্বে প্রথম আইন পাশ করে- ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)
- আরব দেশে প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে- কুয়েত (উপস্থাপকের নাম- ফেদা)

মহাকাশ ও প্রযুক্তি নিয়ে বিবিধ

- বিশ্বের প্রথম AI শিশুর নাম - Tong Tong.
- বিশ্বের প্রথম AI সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের নাম - Devin.
- বিশ্বে প্রথম কাঠ দিয়ে স্যাটেলাইট তৈরি করে - জাপান।
- চীনে প্রথম ও সর্বকনিষ্ঠ নারী হিসেবে মহাকাশে পৌছান - ওয়াং হাওজেং।
- চন্দ্রাভিযানের সফল দেশ - ৫টি (প্রথম দেশ - রাশিয়া এবং সর্বশেষ দেশ - জাপান)
- বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে জাপান কাঠের স্যাটেলাইট তৈরি করে যার নাম - LignoSat.
(পৌছে- ৫ নভেম্বর, ২০২৪)
- সম্প্রতি চাঁদে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করে - রাশিয়া ও চীন।

GI পণ্য [সর্বশেষ আপডেট- ৯ এপ্রিল, ২০২৫]

- কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্য একটি নির্দিষ্ট দেশের মালিকানা বা মেধাস্বত্ব হলো- ভৌগোলিক নির্দেশক (Geographical Indication) সংক্ষেপে- জিআই (GI)
- জিআই সনদ প্রদান করে- জাতিসংঘের মেধাস্বত্ব সংস্থা (WIPO)
- মোট জিআই জার্নালভুক্ত পণ্য - ৬১টি / ১৬ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত।
- মোট সনদ লাভকারী জিআই পণ্য - ৫৫টি (৫৫তম পণ্য - ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ)। প্রথম জিআই পণ্য - জামদানি শাড়ী (১৭ নভেম্বর, ২০১৬)

সংখ্যা তথ্য

সংখ্যা	বিশেষ তথ্য
২টি	বাংলাদেশের সাবমেরিন (২০১৭ সালে চীনের থেকে ক্রয় করা ০৩৫জি মিং ক্লাসের- বানৌজা নবযাত্রা, বানৌজা জয়যাত্রা)
৫টি	বর্তমানে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সর্বশেষ- খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা)

১১টি	বর্তমানে শিক্ষা বোর্ড (সর্বশেষ- ময়মনসিংহ)
২৬টি	বর্তমানে সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার সংখ্যা
৩০টি	বর্তমান দেশের গ্যাসক্ষেত্র (সর্বশেষ- মাদারগঞ্জ, জামালপুর)
৩৩টি	সেনানিবাস (সর্বশেষ- মিঠামইন সেনানিবাস, ইটনা, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ)
৩৭টি	বর্তমানে দেশে সরকারি এমবিবিএস মেডিকেল কলেজ (সর্বশেষ- সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ)
৪১তম	বাংলাদেশ সাবমেরিন যুগে প্রবেশকারী দেশ
৫৪টি	নদীবন্দর (সর্বশেষ- হাতিয়া উপকূলীয় নদীবন্দর)
৫৬টি	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (সর্বশেষ - বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)
৬২টি	বর্তমানে তফসিলভুক্ত ব্যাংক (সর্বশেষ- নগদ ডিজিটাল ব্যাংক)

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

- প্রথম ম্যালেরিয়ার টিকা প্রদান করা হয় - ২০২৪ সালে।
- বর্তমানে বাংলাদেশে জরায়ু ক্যান্সারের যে প্রতিরোধক টিকা দেওয়া হচ্ছে - HPV (Human Papillomavirus)
- ২০২৫ সাল থেকে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে যুক্ত হবে - ২টি টিকা (১. জাপানিজ এনকেকইলাইটিস ২. কনজুগেট ভ্যাকসিন)
- বাংলাদেশের তৈরি প্রথম বায়োলজিকাল ঔষধের নাম - ইরাইথ্রোপোয়েটিন।
- ২০ অক্টোবর, ২০২৪ WHO ম্যালেরিয়ামুক্ত ঘোষণা করে - মিশরকে
- অক্সফোর্ডের ম্যালেরিয়ার টিকার নাম - R-21/Matrix-M.
- ২০২৪ সালে বিশ্বে প্রথমবারের মতো ম্যালেরিয়ার গণটিকার কার্যক্রম শুরু হয় - ক্যামেরুনে।
- সম্প্রতি চীন ও জাপানে ছড়িয়ে পড়া নতুন ভাইরাসের নাম - দ্য হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস (HMPV) প্রথম সনাক্ত - চীনে।
- এইচএমপিভি ভাইরাস প্রথম আবিষ্কৃত হয় - ২০০১ সালে।
- ব্রিস্টল নামের নামে ব্যাকটেরিয়ার নামকরণ- প্যাটোইয়া টেগরী (২০২৩)

ডেঙ্গু (Dengue Fever)

- ডেঙ্গু হলো- ভাইরাস জনিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ।
- ডেঙ্গু ছরের বাহক- এডিস মশা (Aedes Aegypti)
- ডেঙ্গু ছরের ভাইরাসের নাম- ট্যাভিভাইরাস। ডেঙ্গু শব্দটি এসেছে- স্পেনীয় ভাষা থেকে।
বিশ্ব মশা দিবস- ২০ আগস্ট।
- পৃথিবীতে প্রথম ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা যায় - ১৯৬০ সালের দিকে।
- বাংলাদেশের ঢাকায় প্রথম ডেঙ্গু রোগী চিহ্নিত হয় - ১৯৬৪ সালে।

WHO কর্তৃক ৩টি রোগ নির্মূলে স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশ

পোলিও	২৭ মার্চ, ২০১৪	কালাজ্বর	৩১ অক্টোবর, ২০২৩
কস্টালেরিয়া	৫ মে, ২০২৩		